Year 11 | Issue 37
15-21 NOVEMBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩৭
১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১২ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

RÜYAM
Turkish Restaurant
230 Commercial Rd
London E1 2NB
T: 020 7780 9733
M: 07393 611 444
Private Hall hire for small party
মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভিন্নস্বাদের খাবার

অতিথির মতো সম্মান ও সেবা প্রদানের অঙ্গীকার

বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ

- সহায়তার জন্য ১০০ কর্মী নিয়োগ
- ফোনে চলে আসবে ই-পাসপোর্ট

আপনাদের দিয়ে তো দেশ চলে, আপনাদের তো মাথার উপর রাখার কথা : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : প্রবাসীরা যেন বিমানবন্দরে অতিথির মতো সম্মান ও সেবা পায় সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ১১ নভেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি ডেডিকেটেড লাউঞ্জ (প্রবাসী লাউঞ্জ) উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনাদের যে প্রাপ্য সম্মান, সেটি যেন জাতি দিতে পারে। সেই সম্মান দেয়ার জন্য আজকের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হলো। আশা করি, আরও বহু রকমের পদক্ষেপ নেয়া হবে। ড. ইউনূস বলেন, যাতে করে আপনারা এখানে এসে মনে করতে পারেন যে, আপনারা শান্তিতে আছেন, বাড়িতে আছেন, সবাই আপনাদের দেখভাল করছে, আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে। অর্থাৎ আপনি এখানে মেহমানের মতো থাকবেন। আপনি সম্মান নিয়ে থাকবেন। তিনি বলেন, আপনার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা। আজকে যেটা শুরু করলাম বহুভাবে একে কাজে লাগানো যাবে। প্রবাসীরা বিমানবন্দরে যথাযথ সম্মান ও সেবা পান না বলে আক্ষেপ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের দিয়ে তো দেশ চলে। আপনাদের তো মাথার উপর রাখার কথা। অপরাধী করে রাখবে কেন? ভাবখানা এই যে, তোমরা নিজেদের টাকা রোজগার করতেছো, তোমাদের ব্যাপার! আমাদের কী তাতে? প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ যথার্থভাবে দেশের কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকারপ্রধান বলেন, প্রবাসীরা টাকা যেটা রোজগার করছে, সেটা তো বাংলাদেশেই আসছে, বাংলাদেশের জন্য রোজগার করছে। প্রবাসীরা -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী

১০ হাজার ভাস্কর্য নির্মাণ ব্যয় ৪ হাজার কোটি টাকা

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Fast | Safe | Guaranteed
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet

Southeast Bank Limited
AB Bank
RUPALI BANK LIMITED
রকেট
JAMUNA BANK
BRAC BANK
bKash
নগদ
Download the Ria App

জীবনের কঠিনতম সময় পার করেছেন প্রিন্স উইলিয়াম

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অব ওয়েলস উইলিয়াম গত বছর তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। স্ত্রী ও বাবার ক্যানসারের চিকিৎসা চলাকালে তিনি কীভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন- কথায় কথায় সে গল্পও উঠে আসে।

প্রিন্স উইলিয়াম বলেন, 'এটি (২০২৩ সাল) ছিল ভয়াবহ। সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ বছর। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং সবকিছু ঠিকঠাক রাখার কাজটি সত্যি খুব কঠিন ছিল।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেনের রাজা চার্লসের ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ করে বাকিংহাম প্রাসাদ। সে সময় তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়। এর মাত্র ছয় সপ্তাহ পরই ঘোষণা দেওয়া হয়, ক্যানসারের চিকিৎসার অংশ হিসেবে কেমোথেরাপি নিচ্ছেন উইলিয়ামের স্ত্রী প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটন। এরই মধ্যে, আনুষ্ঠানিক কাজকর্মে ফিরেছেন রাজা চার্লস। কেট মিডলটনও ক্যানসারের চিকিৎসা শেষ করেছেন। এ বিষয়ে প্রিন্স উইলিয়াম বলেন, তাঁর স্ত্রী ও বাবা কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ওঠায় তিনি গর্বিত। তবে পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যাত্রা ছিল 'দুঃসহ'।

আর্থশট প্রাইজ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে

যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন প্রিন্স উইলিয়াম। পরিবেশ রক্ষায় তিনি এ পুরস্কার চালু করেন। গত বুধবার রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জলবায়ুসংক্রান্ত উদ্ভাবনের জন্য পাঁচটি প্রকল্প ১০ লাখ ডলার করে পুরস্কার পায়।

সাংবাদিকেরা উইলিয়ামের কাছে প্রিন্স অব ওয়েলস পদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চান। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এ পদের সঙ্গে যে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব পেয়েছেন তার মধ্যে তিনি কোনটি বেশি পছন্দ করেন। উত্তরে উইলিয়াম বলেন, 'এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। আমি কি দায়দায়িত্ব বেশি পছন্দ করি না। আমি কি স্বাধীনতা পছন্দ করি? এ ক্ষেত্রে যদি আর্থশটের মতো কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে উত্তর হবে, হ্যাঁ। আর এটিই আমার ভবিষ্যৎ। আমার অবস্থান ও ভূমিকার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা কিছু করছি তা ভালোর জন্যই।'

উইলিয়াম আরও বলেন, 'আমি মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সাহায্য করছি। এমন কিছু করছি, যা সত্যিই অর্থবহ।'

প্রসঙ্গত, গ্রীষ্মের পর থেকে দাড়ি রাখা শুরু করেছেন উইলিয়াম। এ নিয়ে অবশ্য তাঁর কন্যা প্রিন্সেস শার্লটসহ ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

উইলিয়াম বলেন, 'শার্লট প্রথমে দাড়ি রাখার বিষয়টি পছন্দ করেনি। এ জন্য আমাকে কান্নাকাটি শুনতে হয়েছে। পরে অবশ্য আবার দাড়ি বড় করেছি। আমি তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে বিষয়টি একসময় তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

প্রিন্স অব ওয়েলস বলেন, 'আমি আমার কাজকে উপভোগ করি, নিজেকে গতিশীল রাখতে পছন্দ করি। পাশাপাশি আমার পরিবারকেও সময় দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করি।'

৮১ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাবে যুক্তরাজ্য: স্টারমার

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস (কার্বন নিঃসরণ) নির্গমন এবং তা জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে জানিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টিমার বলেছেন, যুক্তরাজ্য ২০৩৫ সাল নাগাদ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন মাত্রা ৮১ শতাংশ কমিয়ে আনবে। এটি ১৯৯০ সালের গ্রিন হাউস নির্গমনের সমান।

এশিয়া ও ইউরোপভুক্ত (ইউরেশিয়া) দেশ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে চলমান জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন- কপ২৯ উপস্থিত হয়ে কিয়ের স্টিমার এ মন্তব্য করেন। গত বুধবার (১৩ নভেম্বর) কপ-২৯-এর বরাত দিয়ে ইস্টার্ন আই সাময়িকী এ তথ্য জানায়।

ইস্টার্ন আইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, আজারবাইজানের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) কপ২৯-এ উপস্থিত হয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে যুক্তরাজ্য উচ্চাভিলাষী তবে বাস্তবায়নযোগ্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সেটি হলো, ২০৩৫ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন মাত্রা ৮১ শতাংশ হ্রাস করবে, যা ১৯৯০ সালে বিরাজমান নির্গমনের সমান।

স্টারমার জানান, কপ২৯-এ যোগ দেওয়ার আগে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে উপদেষ্টাদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক করেছেন।

সম্মেলনে স্টারমার আরো বলেন, যুক্তরাজ্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযাত্রার পাশে নয়, একবারে সামনের সারিতে থেকেই নেতৃত্ব দেবে। পরিবেশ রক্ষা বাদ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা বিশ্ব নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

যুক্তরাজ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে জানিয়ে ব্রিটিশ

প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, নতুন করে তেল, গ্যাস অনুসন্ধানে আর কোনো কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, যুক্তরাজ্যই প্রথম দেশ যে কিনা চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে স্টারমার বলেন, কার্বন হ্রাসে যুক্তরাজ্য তার জনগণকে বাধ্য করবে না। রাষ্ট্র কখনোই তাদের বলবে না যে, তারা কীভাবে জীবনযাপন করবেন! তিনি বলেন, আমরা জনগণকে নির্দেশ দিতে পারি না যে, তারা কী করবেন!

তবে কপ২৯-এ কিয়ের স্টারমার বলেন, আন্তর্জাতিক এভিয়েশন ও শিপিংয়ের ক্ষেত্রে যে কার্বন নির্গমন হয়, তা লক্ষ্যমাত্রার বাইরে থাকবে।

প্রসঙ্গত, লেবার প্রশাসনের আগে কনজারভেটিভ দল ২০২১ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা ১৯৯০ সালের কার্বন নির্গমনের মাত্রার তুলনায় ৭৮ শতাংশ হ্রাস করবে।

কিয়ের স্টারমারের নতুন লক্ষ্যমাত্রা জানার পর পরিবেশ অধিকার রক্ষা বিভিন্ন সংস্থা সতর্কভাবে স্বাগত জানিয়েছে।

পরিবেশ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ফ্রেন্ডস অব দ্য আর্থ-এর প্রধান রোজি ডাউনেস বলেন, কিয়ের স্টারমারের এ উদ্যোগ সঠিক পদক্ষেপ। তবে অবশ্যই একে মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে নয়!

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ট্যাক্স পলিসি

যুক্তরাজ্যের বিদেশী রপ্তানি কমতে পারে ২.৬ শতাংশ

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যাক্স পলিসির কারণে যুক্তরাজ্যের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ট্রেড

পলিসির (সিআইটিপি) অর্থনীতিবিদেরা বলেন, ট্রাম্পের ট্যাক্স পলিসির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য কমে যাওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের বৈশ্বিক রপ্তানি ২ দশমিক ৬ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

ট্রাম্পের ট্যাক্স পলিসির বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকতে পারবে না এবং তার সেই নেতিবাচক প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। খবর বিবিসি

নতুন বিশ্লেষণ অনুসারে, ডোনালড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি করা সব পণ্যে ২০ শতাংশ হারে সাধারণ শুল্ক আরোপ করলে যুক্তরাজ্যের প্রায় ২২ বিলিয়ন বা ২ হাজার ২০০ কোটি পাউন্ড মূল্যের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নির্বাচনী ইশতেহারে ডোনালড ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচিত হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা সব পণ্যে শুল্ক আরোপ করবেন। সাধারণভাবে ২০ শতাংশ এবং চীনের পণ্যে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছিলেন ডোনালড ট্রাম্প।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই বাণিজ্য হ্রাসের ফলে যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক উৎপাদন বা জিডিপি বার্ষিক শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কমতে পারে। ক্ষতির অঙ্ক হিসেবে তা কম নয়।

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ..

যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা প্যাকেজ

স্বাগত জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

লন্ডন, ১৩ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্য সরকারের বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট সম্পর্কে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমাদের উন্নয়নের ধারাবাহিক যাত্রায় সরকারের সঙ্গে কাজ করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আমরা সরকারের সঙ্গে একটি সহায়তা প্যাকেজে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, যেখানে কাউন্সিল তার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।"

উল্লেখ্য, সরকার টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের উন্নতিগুলোর প্রশংসা করেছে । মন্ত্রণালয়ের দূত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে কাউন্সিলের সাথে কাজ করবেন এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট করবেন । মেয়র ও কাউন্সিলের সকল ক্ষমতা যথারীতি বজায় থাকবে। উন্নতির জন্য বিদ্যমান যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে, সেটি হলো ট্রান্সফরমেশন

অ্যাডভাইসরি বোর্ড, যার সভাপতিত্ব করবেন মেয়র লুৎফর রহমান।

কাউন্সিলের পক্ষে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা এলজিএ (লকাল গভর্নমেন্ট এসোসিয়েশন) থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক সমকক্ষ পর্যালোচনা (পিয়ার রিভিউ) এবং ইনভেস্টরস ইন পিপল পরিদর্শনের উন্নত সিলভার রেটিংকে আরও এগিয়ে নিতে মন্ত্রী পর্যায়ের দূতের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

"কর্তৃপক্ষ হিসেবে

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ..

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

অন্তর্বর্তী সরকার শুধু ঢাকায় বসে আছে, মাঠে নেই

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : অন্তর্বর্তী সরকার ঢাকায় বসে আছে উল্লেখ করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, সরকারকে মাঠে যেতে দেখলাম না। মাঠে যাওয়া দরকার। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত 'তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৪'-শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা বলেন, দৃশ্যমান দুর্নীতি কমেছে, তবে কাজের গতি কমে গেছে। হয়রানি দুর্নীতির চেয়ে ভয়াবহ। উপদেশ দিয়ে ঠিক করা যাবে না। সেটা কার্যকর করে দেখাতে হবে। তিনি বলেন, বৈষম্য বহুমাত্রিক। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ একটি অধ্যায়ের মধ্যদিয়ে গেছে। যেখানে শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনীতি থেকেও প্রতিযোগিতা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ে নজর দিতে হবে। সেগুলো হলো-সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য, বিনিয়োগবান্ধব, সামপ্রতিক আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসহ সবার কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতি কমানো। বর্তমান সরকার সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বিনিয়োগকারীদের কথা শোনাটা খুব জরুরি। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ওটাকে গুরুত্ব দেয়নি। উনাদের শোনার আগ্রহ দেখা যায়নি। শোনার মাধ্যমেই তো উদ্যোক্তারা তথা ব্যবসায়ীরা আগ্রহ দেখাবে। কারণ তারাই তো বিনিয়োগ করবে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ঢাকায় বসে আছে, ঘরে বসে আছে। মাঠে যেতে দেখলাম না। মাঠে তাদের পদচারণা কেন নাই? মাঠে যাওয়া খুব দরকার। সদিচ্ছার ঘাটতি নিয়ে বলছি না, কিন্তু কার্যক্রম নিয়ে বলছি। তিনি বলেন, দৈনন্দিন জীবনে বাজার নিয়ন্ত্রণের জায়গায় মনিটরিং কমে গেছে। মনিটরিং মানে সাজা দেয়া নয়। মনিটরিং মানে আগাম তথ্য ও ব্যবস্থা নেয়া, সমস্যা চিহ্নিত করা। সেটা দেখা যায় না।

অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ছাত্র-জনতার দেয়া দায়িত্ব আমরা যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করছি। আমাদের কোনো ব্যক্তিগত এজেন্ডা নেই। আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে দেশের স্বার্থ। যা করা হচ্ছে তা দেশের স্বার্থেই করা হচ্ছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা কাজগুলোকে ৩টি ধাপে ভাগ করেছি। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কাজ। আমরা হয়তো মধ্যমেয়াদি কাজ শুরু করতে পারবো। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কাজগুলো পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার যারা আসবেন তারা করবেন। তবে আমরা কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদি কাজও করার চেষ্টা করবো। গরিব মানুষজন সুযোগের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রামের অনেক মানুষই জানেন না সরকারি সুযোগগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও বৈষম্য হচ্ছে। গরিব মানুষকে শুধুমাত্র ভিটামিন এ ক্যাপসুল আর কলেরার টিকা দিলেই হয় না। তারও মরণব্যাধি হয়। কিন্তু তার জটিল রোগের চিকিৎসা কোথায় করাবে সেটি নির্দিষ্ট নয়। তাকে ঘটিবাটি বিক্রি করে ঢাকা আসতে হচ্ছে। আবার শিক্ষা খাতেও অনেক সময় তারা গুণগত শিক্ষা পান না। উপদেষ্টা বলেন, যোগ্য পরিচালকের অভাবে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে গেছে। কারণ, সেগুলো চালাতে সময়মতো ভালো লোক দেয়া হয়নি।

অভিযানের খবরে পালিয়ে যান অর্ধনগ্ন তরুণীরা

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : রোববার রাত সাড়ে ১২টা। গুলশান-২ এর ৫০ নম্বর রোডের ৬ নম্বর বাড়ির ষষ্ঠতলার হলরুম। এটি কোয়ালিটি ইন প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি হোটেল। হলরুমের ভেতরে আবছা অন্ধকার। লেজার লাইটের ঝলকানি। বিটের তালে তালে কেঁপে উঠছিল চার দেওয়াল। বাজছিল হিন্দি-ইংরেজি গান। স্টেজ থেকে উড়ন্ত চুম্বন দিচ্ছিলেন ডিজে তরুণী। তার সঙ্গে মেতে উঠছিলেন অর্ধনগ্ন তরুণীরা। সঙ্গ দিচ্ছিলেন বিভিন্ন বয়সী ছেলেরা। প্রত্যেকের মুখে সিগারেট। হাতে বিয়ারের ক্যান- বিদেশি মদের গ্লাস। মাতাল তরুণ-তরুণীরা সময়ে সময়ে একে- অপরকে জড়িয়ে ধরছিলেন। এই যখন অবস্থা তখন খবর চলে যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে। যেই খবর সেই অভিযানের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ডিএনসি কর্মকর্তারা অভিযান চালাবেন সেই খবরও চলে যায় ডিজে পার্টির আয়োজক ও অতিথিদের কাছে। কর্মকর্তারা ছয় তলা ভবনের লিফট দিয়ে উঠতে উঠতে হলরুমের ভেতরের আয়োজক, অতিথি ও অর্ধনগ্ন তরুণীরা পালিয়ে যান। পালাতে গিয়ে অনেকে হাতে পায়েসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান। তবে থেমে যাননি ডিএনসি কর্মকর্তারা। পার্টি আয়োজকদের মধ্যে কামাল উদ্দিন (৪৮) ও আরিফুল ইসলাম (৩২) নামের দু'জনকে গ্রেপ্তার করেন। এছাড়া সেখানে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি মদ-১১ বোতল ও ১৭ ক্যান বিয়ারের বোতল উদ্ধার করেন।

অভিযান সংশ্লিষ্ট ডিএনসি কর্মকর্তারা

বলেছেন, একটি চক্র রাজনৈতিক ছত্রছায়ার বহুদিন ধরে কোয়ালিটি ইন প্রাইভেট হোটেলে নানা ধরনের অপকর্ম চালিয়ে আসছিল। তারা রাতভর সেখানে অশ্লীল ডিজে পার্টির আয়োজন করতো। ডিজেতে অংশ নিতো শহরের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ছেলে-মেয়েরা। বিশেষ করে বিত্তবানরা বেশি অংশগ্রহণ করতেন। আয়োজকরা শহরের নামিদামি ডিজেদের সংগ্রহ করে পার্টি আয়োজন করতেন। রাতভর সেখানে অর্ধনগ্ন তরুণ-তরুণীরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নাচতেন। অভিযোগ আছে বিদেশি মদের সঙ্গে সেখানে ইয়াবা, এলএসডি, কুশের মতো মাদক পরিবেশন করা হতো। এছাড়া হতো অসামাজিক কার্যকলাপ।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, সন্ধ্যার পর থেকে গুলশান-২ এর ৫০ নম্বর রোডের ওই বাড়ির সামনে দামি দামি গাড়িতে অভিজাত ঘরের মানুষ এসে নামতেন। এছাড়া মোটরসাইকেল, সিএনজিতেও অনেকে আসতেন। যেদিন ডিজে পার্টির আয়োজন থাকতো সেদিন বেশি ব্যস্ত থাকতো বাড়িটির আশপাশ। সবারই গন্তব্য ছিল কোয়ালিটি ইন হোটেল। পশ্চিমা দুনিয়ার আদলে পরা পোশাক পরিহিত তরুণীদের আনাগোনা বেশি ছিল। ধনীর দুলাল থেকে শুরু করে সরকারি চাকরিজীবী, চিকিৎসক, বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থীরা সেখানে আসতেন।

খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা স্থগিত

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে খালেদা জিয়াকে দেয়া ১০ বছরের সাজা স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত। আপিল শুনানি নিষপত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত থাকবে। পাশাপাশি খালেদা জিয়াকে আপিলের সার সংক্ষেপ দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র এডভোকেট জয়নুল আবেদীন। খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, এডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও এডভোকেট আমিনুল ইসলাম। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। দুদকের পক্ষে ছিলেন এডভোকেট আসিফ হোসাইন।

আদেশের পর খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা সংক্রান্ত রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। রায়ের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার আনা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে এই আদেশ দেয়া হয়। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে আপিলের ওপর শুনানি হবে।

দুদকের আইনজীবী মো. আসিফ

হাসান আদালতকে বলেন, এই ট্রাস্টের টাকা কিন্তু আত্মসাৎ হয়নি। জাস্ট ফান্ডটা মুভ হয়েছে। সুদে আসলে অ্যাকাউন্টেই টাকাটা জমা আছে, কোনো টাকা ব্যয় হয়নি।

২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বকশীবাজারে কারা অধিদপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক ড. মো. আখতারুজ্জামান অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে খালেদার ছেলে ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মাগুরার সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল, ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ, ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ও মমিনুর রহমানকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। একই বছরের ২৮শে মার্চ খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি চেয়ে দুদকের করা আবেদনে রুল দেন হাইকোর্ট। এরপর সাজা বৃদ্ধিতে দুদকের আবেদনে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে ২০১৮ সালের ৩০শে অক্টোবর বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ খালেদা জিয়ার সাজা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। অন্যদিকে, ২০১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর রাজধানীর পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের ৭ নম্বর কক্ষে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আখতারুজ্জামান জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। গত ৪ঠা নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। তার অংশ হিসেবে নিজের খরচে পেপারবুক (মামলা বৃত্তান্ত) তৈরির আবেদন মঞ্জুর করেন

মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি বেচে দিতে চাইছে ভারত সরকার

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং জামায়াতে ইসলামী হিন্দের মতো প্রধান মুসলিম সংগঠনগুলোর মতে, বিজেপি বহুদিন ধরেই নয়াদিল্লিসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে ও পরে তা বিক্রি করে মোটা টাকা কোষাগারে ঢোকাতে চাইছে। তাই এই এনডিএ সরকার তড়িঘড়ি সংশোধনী বিল পাস করাতে চাইছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যে সংশোধনী বিল আনা হচ্ছে তাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হচ্ছে সংসদ। জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক বয়কটের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। তার উপর এই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপির এমপি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচসা চরমে উঠেছিল। তার পর কাচের বোতল ভেঙে হাতে সেলাই পড়ে। এই আবহের মধ্যেই ওয়াকফ নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যা নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে রাজনীতিতে।

সোমবার কলকাতা পুরসভায় বসে মেয়র আশঙ্কা করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ঠ কোনো শিল্পপতি কিংবা ব্যবসায়ীর নজরে হয়তো কোনো ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তি এখন তাদের কাছেই বিক্রি করতে চাইছে মোদি সরকার। তাই নানারকম ফন্দি আঁটা হচ্ছে। এমনকি এই কারণে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নিতে চাইছে কেন্দ্র। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'মোদি জামানায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কোনো উন্নতি না হলেও, কেন্দ্রীয়

সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের উন্নতি হয়েছে। আর তাদের মধ্যেই কারো নজরে হয়তো কোনো বিশেষ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে।'

ইতোমধ্যেই ওয়াকফ নিয়ে তৈরি হওয়া জেপিসি চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের ভিন রাজ্যে সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এমপি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ ৩১ জন সদস্য কমিটিতে আছে। তাহলে পাঁচজনকে নিয়ে এমন সফর হবে কেন?থএমনকি বিষয়টি নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন শ্রীরামপুরের এমপি। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধী শিবির এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনদের দাবি, ওয়াকফ বোর্ডের বিভিন্ন সম্পত্তি দখলের উদ্দেশেই ওই বিল আনছে কেন্দ্র। গত সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পয়সা নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকার রেল ও এয়ার ইন্ডিয়ার মতো ওয়াকফ সম্পত্তিও বেচে দিতে চাইছে।'

ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে এখন জোর বিতর্ক চলছে। কারণ মেয়রের কথা শুনে অনেকে মনে করছেন ওয়াকফ সম্পত্তি জলে যাবে না তো!থঅল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং জামায়াতে ইসলামী হিন্দের মতো প্রধান মুসলিম সংগঠনগুলোর মতে, বিজেপি বহু দিন ধরেই নয়াদিল্লিসহ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে ও পরে তা বিক্রি করে মোটা টাকা কোষাগারে ঢোকাতে চাইছে।

জুলাই-আগস্টের হত্যা মামলার আসামি যখন উপদেষ্টা

ঢাকা, ১২ নভেম্বর : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে আকিজ-বশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ বশির উদ্দিনের শপথ নেয়ার পরই আলোচনায় এসেছে একটি মামলার নথি। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে রামপুরা এলাকায় গুলিতে নিহত মো. সোহানের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা ওই মামলার এজাহারে নাম আছে শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়ার। আসামির তালিকায় থাকা এই নামের সঙ্গে শপথ নেয়া বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিনের নাম ও বাবার নামের মিল আছে। মামলার নথি সামনে আসার পর অনেকে প্রশ্ন করছেন, গণহত্যা মামলার এজাহারে নাম থাকা ব্যক্তিকে উপদেষ্টা করা হলো কেন? আর তিনি যদি নির্দোষ হন তালে সেটি স্পষ্ট করা হলো না কেন?

৫৭ জনের নাম পরিচয়সহ ২০০-৩০০ ব্যক্তিকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলাটি করেছেন নিহত সোহানে মা সুফিয়া বেগম। গত ৭ই অক্টোবর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি হত্যা মামলার আবেদন করেন। সি আর মামলা নম্বর-৯৯। পরবর্তীতে আদালত সেটাকে আমলে নিয়ে রামপুরা থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় রামপুরা থানা পুলিশ গত ১৯শে অক্টোবর মামলা এজাহারভুক্ত করে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। মামলা নম্বর-১৮।

ওদিকে গত রোববার নতুন ৩ উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের দিন বঙ্গভবনের বাইরে এই উপদেষ্টাদের কাউকে কাউকে নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভ করেন কিছু মানুষ। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া একজন আওয়ামী লীগ নেতা। তার বাবা মো. শেখ আকিজ উদ্দিন ভূঁইয়া। বর্তমানে তিনি রাজধানীর বনানী থানা এলাকায় বসবাস করছেন।

মামলায় শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে তার ভাই শেখ আফিল উদ্দিনকেও আসামি করা হয়েছে। আফিল উদ্দিন যশোর-১ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এমপি। মামলার বিষয়ে রামপুরা থানার ওসি আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, মামলায় দুই ভাইয়ের নামই আছে। আমরা তদন্ত করছি। তদন্তে যদি তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ১৯শে জুলাই স্থানীয় এমপির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা ছাত্র আন্দোলনবিরোধী মিছিল নিয়ে রামপুরা

সিএনজি স্টেশনের সামনে এসে সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এ সময় নিহত সোহান শাহসহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজন মারা যায়। সোহানের বুকের বাম পাঁজর ভেদ করে ফুসফুসে গুলিবিদ্ধ হয়। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা তাকে রামপুরা ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে গেলে মামলার ১৬ নম্বর আসামি ইমন ফরাজীর নির্দেশে চিকিৎসা না দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। পরে তাকে ঢাকার একাধিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে এসব হাসপাতাল থেকেও উপর মহলের নির্দেশ আছে বলে ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টার পর পরদিন ২০শে জুলাই সন্ধ্যায় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে হাসপাতালের চিকিৎসকরা আশঙ্কাজনক ও মৃত্যুর শঙ্কা রয়েছে এবং অপারেশন করতে হবে বলে জানান। মা সুফিয়া বেগম বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০শে আগস্ট রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা জানায়, সোহানের বুকে বা পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তনালী ও হৃদপিণ্ডের মধ্যে আটকে আছে। পরে অপারেশন করাকালীন গত ২৮শে আগস্ট সোহান মারা যান।

এই হত্যা মামলায় আসামির তালিকায় রয়েছেন, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডিএমপি'র সাবেক গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশিদ।

মামলার বিষয়ে সোহানের মা সুফিয়া বেগম বলেন, আমার মণি (সোহান) অপারেশন টেবিলে যাওয়ার আগে আমার মাথায় চুমু খেয়ে বলে, মা আমি যাচ্ছি। দোয়া কইরো। সেই যে গেল মণি আর ফিরলো না।

এজাহারের ৪৯ নম্বর আসামি শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়ার নামের বিষয়ে তিনি বলেন, ছাত্র আন্দোলনের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা আমাকে বশির উদ্দিন ভূঁইয়া এ ঘটনায় পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে নিশ্চিত করেন। পরে আমরা প্রকৃত আসামিদের এজাহারভুক্ত করতে সময় নেই।

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. ইলতুৎমিশ সওদাগর বলেন, নিহতের মা মামলা করা জন্য লিখিত আবেদন করলে আমরা সেটাকে আদালতে উপস্থাপন করি। পরে আদালত এটাকে এজাহারভুক্ত করে মামলার তদন্তের নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট রামপুরা থানাকে। তিনি বলেন, শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া মামলার ৪৯ নম্বর আসামি। নিহতের পরিবারে সদস্যরা নামের তালিকা প্রস্তুত করে আমাদের দিলে সেটাকে আদালতে উপস্থাপন করি। এখন তিনি দোষী না নির্দোষ সেটা

বিতর্কিত ব্যক্তিকে উপদেষ্টা করা নিয়ে চিন্তা করতে হবে: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর : বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ১৫-১৬ বছরে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে। ফ্যাসিবাদী সরকারের কবল থেকে

মুক্তি পেতে বিএনপিসহ অনেক রাজনৈতিক দল ১৫ বছর ধরে আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে। এ অবস্থায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। জাতির সামনে যে সংকট তা সমাধানের একমাত্র পন্থা হচ্ছে ধৈর্য। সংস্কারের জন্য অর্ন্তবর্তী সরকারকে সময় দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, বিতর্কিত ব্যক্তিকে উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর নেতিবাচক আলোচনায় ফ্যাসিবাদের দোসররা নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। মঙ্গলবার বিকালে লালমনিরহাটে শহিদ জিয়া স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারসহ ছয়টি বিষয়ে কমিটি গঠন করেছে। তারা যাতে সংস্কারগুলো শেষ করতে পারেন সেজন্য সময় দিতে আমাদের একটু সহনশীল হওয়া উচিত। তিনি বলেন, অনেকেই হয়তো ভাবছেন তিন মাসেই সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গত সরকারের একটি ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে বের করে নিয়ে আসা এত সোজা তো নয়। তিনি বলেন, নতুন করে যাতে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিতর্কিত কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে।

মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সব সময় ষড়যন্ত্র করেছে, অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে। বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের প্রায় ৬০ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। প্রায় ৭০০ জনকে গুম করা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে ৬ বছর কারাগারে থাকতে হয়েছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তরুণ প্রজন্মের নেতা যার জন্য বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে। সেই তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিদেশে নির্বাসিত করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের জন্য ২ বছর আগে আমরা ৩১ দফা দিয়েছে। সেই ৩১ দফা নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি, সংগ্রাম করছি।

লুটপাটে দুর্বল ব্যাংক সবল করার উদ্যোগ

ঢাকা, ১১ নভেম্বর : লুটপাটের কারণে দুর্বল হওয়া ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিয়ে সবল করতে বিকল্প পথের সন্ধান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে আমানত সংগ্রহ করা। এ লক্ষ্যে কয়েকটি ব্যাংক চড়া সুদে আমানত গ্রহণ করছে। তারল্য সংকট মোকাবিলায় বিদেশি ঋণ বা বিনিয়োগ নিয়েও চেষ্টা করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে আমানত বাড়ানো, ব্যাংকগুলো করপোরেট গ্রাহক ও উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বাড়তি আমানত সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। বিশেষ গ্যারান্টিতে বন্ড ছেড়ে তহবিল সংগ্রহ করারও জোর তৎপরতা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এছাড়া বকেয়া বা খেলাপি ঋণ আদায়েও জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, কোনো ব্যাংক বন্ধ করা হবে না। সংস্কার করে ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী করা হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যেমন নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তেমনই ব্যাংকগুলোকেও পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। সার্বিকভাবে ব্যাংকগুলোয় পর্যাপ্ত তারল্য রয়েছে। কয়েকটি ব্যাংক সংকটে আছে। এগুলোকে সহায়তা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে ব্যাপক লুটপাট করায় দুর্বল হয়ে পড়ে নয়টি বেসরকারি ব্যাংক। সরকার পতনের আগে এসব ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হতো। তা দিয়ে ব্যাংকগুলো দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করত। ৫ আগস্ট সরকার পতন হলে নতুন গভর্নর দায়িত্ব নিয়ে সংকটে পড়া ব্যাংকগুলোকে টাকা ছাড়িয়ে বা বিশেষ

ছাড়ে সুবিধা দেওয়া বন্ধ করে দেন। এতে ব্যাংকগুলোয় সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছিল না। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্যারান্টিতে ৫ ব্যাংককে ৫ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা ধার দেওয়া হয়েছে। এতে সুদের হার ১১ থেকে ১২ শতাংশ। ব্যাংকগুলো নিজস্ব উদ্যোগে অন্য ব্যাংক থেকে ধার নিতে গেলে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দাবি করছে। এত সুদ দিয়ে আমানত নিয়ে ব্যাংক চালানো কঠিন বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা। এ কারণে অন্য দুর্বল ব্যাংকগুলো। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলো তারল্যের জোগান বাড়াতে বিকল্প পথের সন্ধান করছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্যারান্টিকে যেসব অর্থ দেওয়ার কথা, সেগুলো এখনো সব ব্যাংক পায়নি। বাকি টাকা দ্রুত ছাড় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ধারদাতা ব্যাংকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

তারল্য সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য আমানত সংগ্রহ করার ওপর জোর দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ব্যাংকগুলোকে। এর আলোকে ইতোমধ্যে চড়া সুদ দিয়ে আমানত সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। চালু করেছে আকর্ষণীয় মুনাফার সঞ্চয় প্রকল্প। আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ডাবল বেনিফিট ডিপোজিট স্কিম চালু করেছে। এতে সাড়ে ৫ বছরে জমা টাকা দ্বিগুণ হচ্ছে। মুনাফার হার ১৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ। জমায় প্রতিমাসে মুনাফা দিচ্ছে এক হাজার টাকা। ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে মুনাফা দিচ্ছে ৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এক্সিম ব্যাংক ৫ বছর ৪ মাসে দ্বিগুণ মুনাফা দিচ্ছে। লাখ টাকা আমানতে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা মুনাফা দিচ্ছে। এনআরবি ব্যাংক আমানতের ওপর সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৪৬, মেঘনা ব্যাংক সাড়ে ১১, সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক সাড়ে ১১, এনআরবিসি ব্যাংক ১০ এবং গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক সাড়ে ১১ শতাংশ মুনাফা দিচ্ছে। বেসিক ব্যাংক ১০ দশমিক ৬৭ এবং ইসলামী ব্যাংক সাড়ে ১০ শতাংশ মুনাফা দিচ্ছে।

এভাবে প্রায় সব দুর্বল ব্যাংক বাড়তি মুনাফা দিয়ে আমানত সংগ্রহ করছে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে আমানত সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে। ব্যাংকাররা আমানত সংগ্রহে করপোরেট কোম্পানি ও গ্রাহকদের কাছেও যাচ্ছেন।

ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল্-আরাফাহ ব্যাংক ঋণ আদায়ে জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে তারা ইতোমধ্যে বেশকিছু সাফল্য পেয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংক যুক্তরাজ্যের আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেপি মরগ্যান থেকে ২০ কোটি ডলার ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। ১০ বছর মেয়াদে ৫ শতাংশে সুদে এ ঋণ নিতে ব্যাংকটি জেপি মরগ্যানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সব ব্যাংকই প্রবাসীদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এতে হবে। যে কারণে ব্যাংকগুলো প্রবাসীদের কিছু বাড়তি সুবিধাও দিচ্ছে। এ কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহও রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে।

ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্টে বাড়তি সুদ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আমানত নেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো আকর্ষণীয় সঞ্চয়ী প্রকল্প চালু করেছে। ফলে এসব হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হচ্ছে। এতে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ছে, অন্যদিকে ব্যাংকগুলোয় তারল্যের জোগান বাড়ছে।

সূত্র জানায়, ব্যাংকগুলোর জরুরি ধারের অন্যতম একটি ক্ষেত্র জচ্ছে কলমানি মার্কেট। এখানে সর্বোচ্চ সুদের হার বেড়ে ১১ শতাংশে উঠেছে। স্বল্পমেয়াদি ধারের সুদহার বেড়ে ১৩ শতাংশে উঠেছে। এছাড়া কলমানি মার্কেট থেকে দুর্বল ব্যাংকগুলো কোনো ধারই পাচ্ছে না। ব্যাংকগুলোর আহ্বান-কলমানি মার্কেট থেকে যেন সবল ব্যাংকগুলো ধার দেয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ করা জরুরি। কিন্তু এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হস্তক্ষেপ করতে রাজি নয়। কারণ, এটি করলে বাজারের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে।

এদিকে উল্লিখিত উদ্যোগে ধীরে ধীরে ব্যাংকগুলোয় তারল্য বাড়তে শুরু করেছে। কোনো কোনো ব্যাংকে গ্রাহকদের তুলে নেওয়া টাকাও ফিরছে। বাড়ছে আমানত প্রবাহও। তবে যে হারে বাড়ছে, সে তুলনায় আমানত তোলা হচ্ছে বেশি।

শরিয়াভিত্তিক সঞ্চয়ী প্রকল্পে লাখ টাকা ব্যাংকে তারল্য প্রবাহ বাড়ানো সম্ভব

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

গণজমায়েতে আ.লীগ প্রসঙ্গে হাসনাত

বিচারের আগে জনসম্মুখে আসার সুযোগ নেই

ঢাকা, ১১ নভেম্বর : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের হত্যা ও খুনের রাজনীতি আমরা দেখেছি। পিলখানার হত্যাকাণ্ড ও শাপলা চত্বরে আলেম সমাজের ওপর নির্যাতনও দেখেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গুম, খুন, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তাই গণহত্যায় জড়িত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের জনসম্মুখে আসার সুযোগ নেই। রোববার দুপুরে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে গণজমায়েতে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। শহিদ নূর হোসেন দিবস ও পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চ' এ কর্মসূচির আয়োজন করে। এ সময় বক্তারা ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার জোর দাবি জানান। এর আগে এদিন সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট এলাকায় আসতে থাকেন বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। স্বৈরচার আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নূর হোসেন চত্বরে অবস্থান নেন সাধারণ ছাত্র-জনতা। উপস্থিত ছাত্র-জনতার স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকা। এদিন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। তবে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে ছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। কর্মসূচি ঘোষণা দিলেও এদিন নূর হোসেন চত্বরের আশপাশে দেখা যায়নি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের। তবে কাউকে সন্দহ হলেই ছাত্র-জনতার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

দুপুর ১২টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চ' আয়োজনে গণজমায়েত কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতারা এতে বক্তৃতা করেন। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, শুধু ভোটের জন্য এত শহিদ আন্দোলনে রক্ত দেননি। তারা রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনারা যদি মনে করেন দ্রুত নির্বাচন দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে ঘরে ফিরবে, তাহলে ভুল

ভাবছেন। আগে রাষ্ট্রের যৌক্তিক সংস্কার হবে, এরপর নির্বাচন।

তিনি বলেন, নির্বাচন রাষ্ট্র সংস্কারের একটি অংশ। কারণ আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দিনের ভোট রাতে করেছে। বিচার ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছে। তাই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের পরই নির্বাচন হবে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মামলার ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের বিষয়গুলোর সমালোচনা করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, অনেক এলাকায় মামলার নামে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। যারা এই ধরনের মামলার ব্যবসা করছে তারা সাবধান হয়ে যান। নইলে ছাত্রসমাজ আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। শহিদের রক্তের ওপর পা দিয়ে কেউ যদি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করে, তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, খুনি হাসিনা শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকতে আমাদের ভাইবোনদের রক্তাক্ত করেছে। প্রায় দুই হাজার ভাইবোনকে হত্যা করেছে। খুনি হাসিনা প্রতিটা খুনের হুকুমদাতা। এই গুম-খুনের কারণে তার বিচার হওয়া উচিত। আন্দোলনে আহত-নিহতদের স্মরণ করে তিনি বলেন, আজকে অনেকে বিগত ১৬ বছর ভুলে গেছেন। এখন তারা এই ৩ মাস নিয়ে পড়ে আছেন। অথচ ১৬ বছর কি হয়েছে? কিভাবে আমাদের রক্তাক্ত করা হয়েছে? এগুলো ভুলে গেলে চলবে না। এই স্মৃতিগুলো মনে রাখতে হবে। ১৬ বছর আওয়ামী লীগের সব অপকর্ম নিয়ে সবাইকে কথা বলতে হবে। খুনি হাসিনার হত্যা-খুনের চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। কোনো ভাবে ফ্যাসিবাদদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না। ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করতে হবে।

শহিদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষ্যে রোববার ভোর থেকে রাজধানীর গুলিস্তানে নূর হোসেন চত্বরে বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু করেন। তারা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা জানান। তারা বলছেন, কোনো ভাবেই স্বৈরচারদের দেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

গণঅধিকার পরিষদের শ্রদ্ধা : শহিদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষ্যে বেলা ১১টায় গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে শহিদ নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এ সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ও র‍্যালি করেন তারা। এ সময় গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন বলেন, আওয়ামী লীগ গর্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতদিন শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে মিছিল করেছে, আর এখন ট্রাম্পের ছবি নিয়ে মিছিল করার পাঁয়তারা করছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলতে চাই আপনারা শেখ হাসিনার ফাঁদে পা দেবেন না। শেখ হাসিনা যদি প্রকৃত অর্থে শেখ মুজিবের কন্যা হতো, তাহলে বাংলাদেশ থেকে এভাবে পালিয়ে যেত না। আজকে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন, তার প্রেতাত্মারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। এসময় গণঅধিকার পরিষদের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

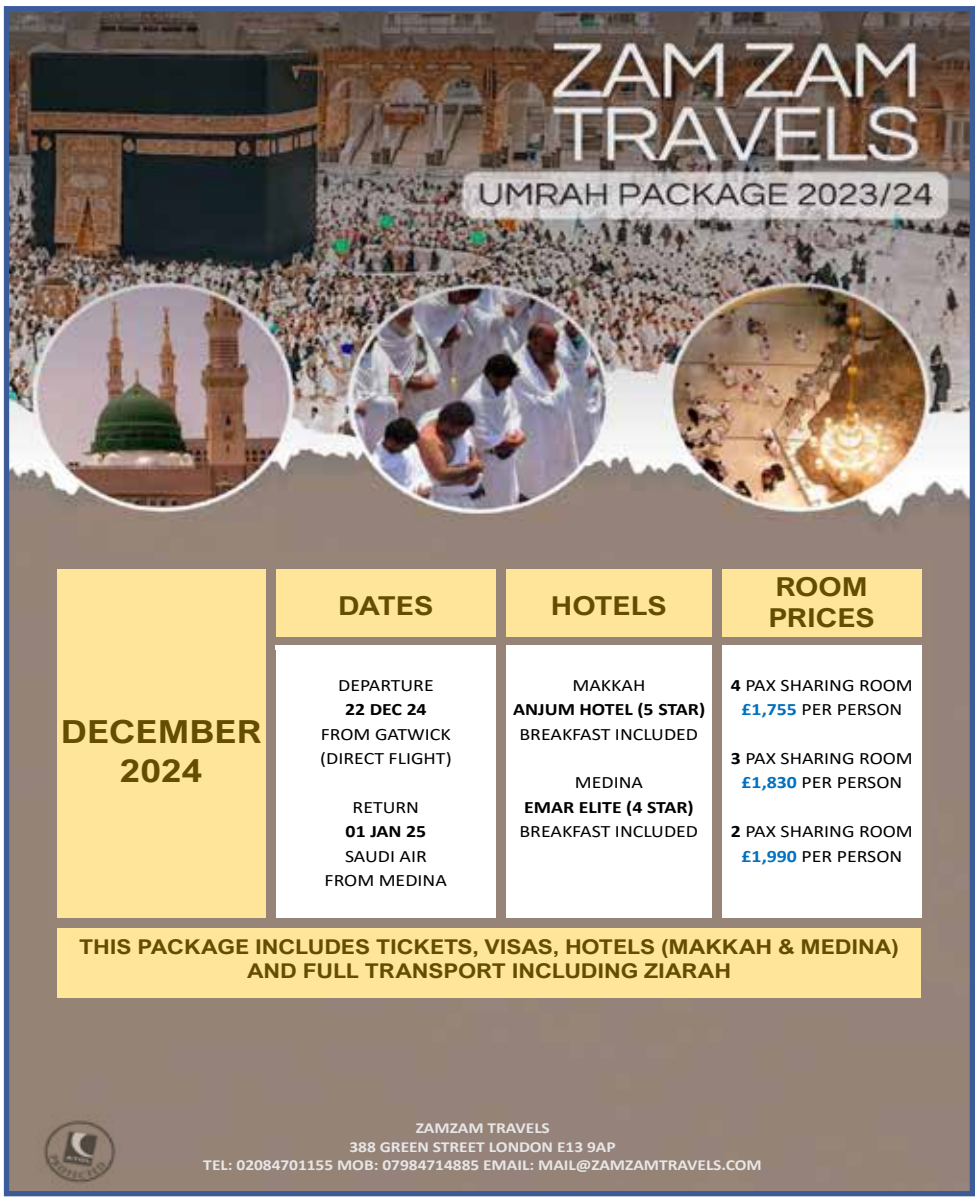

চট্টগ্রামে পাঁচ হ্যান্ডলিং ঠিকাদার বহাল

‘বকশিশ’র নামে হাতিয়ে নিয়েছে ৬০ কোটি টাকা

ঢাকা, ১১ নভেম্বর : রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও চট্টগ্রাম খাদ্য বিভাগের বিতর্কিত ৫ হ্যান্ডলিং ঠিকাদার রয়েছেন বহাল তবিয়তে। সরকার নির্ধারিত মজুরি ফির বাইরে ‘বকশিশ’র নামে তারা পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন টাকা। গত ৬ বছরে ৪৬৮ জন পরিবহণ ঠিকাদারের কাছ থেকে নিয়েছে ৫০-৬০ কোটি টাকা! তাদের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন পরিবহণ ঠিকাদাররা। তাদের কথাই যেন আইন। তাদের কথার বাইরে কেউ কাজ পাওয়া তো দূরে থাক কথা বলারও সাধ্য নেই। খাদ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে এসব ঠিকাদাররা এখনও বেপরোয়া।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের দুই সিএসডি (সেন্ট্রাল স্টোরেজ ডিপো), একটি সাইলো, চট্টগ্রাম জেলার ১৬টি এলএসডি (লোকাল স্টোরেজ ডিপো) ও কক্সবাজার জেলার ১০ এলএসডি (লোকাল স্টোরেজ ডিপো) ও খাগড়াছড়ি সদর এলএসডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে ৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-জয় কনস্ট্রাকশন, হাসান অ্যান্ড কোং, আসাদ ট্রেডিং, রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজ ও তানজিলা এন্টারপ্রাইজ।

সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সাল থেকে খাদ্য বিভাগে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। খাদ্য গুদামে সরকারি চাল, গম, খালি বস্তাসহ বিভিন্ন পণ্য লোড-আনলোড করে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলো। দুই বছরের জন্য নিয়োগ পেলেও নানা কৌশলে তারা কঠিন শর্তের বেড়াজালে ফেলে নতুন কাউকে তালিকাভুক্তির সুযোগ দেয়নি। বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা খাদ্য বিভাগে জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে আছে। এসব ঠিকাদার সাইলো বা গুদাম থেকে পণ্য লোড আনলোড করে থাকে। পরিবহণ ঠিকাদাররা তা দেশের বিভিন্ন স্থানে বা গুদামে আনা-নেওয়া করে। পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা বকশিশের নামা টাকা আদায় করে আসছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দেওয়া হলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সূত্র জানায়, একজন পরিবহণ ঠিকাদার বছরে ৭০ থেকে ৮০ ট্রাক খাদ্যশস্য পরিবহণ করে থাকে। রুট ভেদে খাদ্যশস্য

পরিবহণের বিপরীতে সরকার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবহণ বিল পেয়ে থাকে তারা। বিল সাবমিট করার কয়েক মাস পর নিয়ম অনুযায়ী সরকার বিলের বিপরীতে টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু প্রতিদিন খাদ্যশস্য লোড-আনলোডের পর শ্রমিক বকশিশের নামে পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ট্রাকপ্রতি নগদ ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করে থাকে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা। চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬৮ পরিবহণ ঠিকাদার রয়েছেন। প্রত্যেক ঠিকাদার প্রতি বছর ৮০ ট্রাক খাদ্যশস্য পরিবহণ করেন। গত ৬ বছরে এসব ঠিকাদারের কাছ থেকে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা বকশিশের নামে আদায় করা হয়েছে বলে পরিবহণ ঠিকাদাররা অভিযোগ করেছেন। বকশিশ না পেলে পরিবহণ ঠিকাদারদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়।

খাদ্য বিভাগের নথি ঘেঁটে দেখা যায়, ‘মেসার্স জয় কনস্ট্রাকশন’ নামে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি বাগিয়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক সৈয়দ মাহমুদুল হক। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেওয়ান হাট সিএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি হাতিয়ে নেন। চট্টগ্রাম জেলার চারটি এলএসডি ও কক্সবাজার জেলার তিনটি এলএসডির হ্যান্ডলিংসহ ৭টি গুদামের হান্ডলিং ঠিকাদারিও রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানের হাতে। একসঙ্গে এত গুদামের হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকাটা বিস্ময়কর। মেসার্স জয় কনস্ট্রাকশন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী, কাটিরহাট, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি করছে। একইভাবে কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, ঘোরকঘাটা ও কালারমার ছড়া (কেএম ছড়া) এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারিও প্রতিষ্ঠানটির দখলে। ‘মের্সাস হাসান অ্যান্ড কোং’ নামে অপর প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মো. মাসুদ মাহমুদ। প্রতিষ্ঠানটির দখলে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও সন্দ্বীপ এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি। একই প্রতিষ্ঠানটির দখলে রয়েছে কক্সবাজার জেলার চিরিঙ্গা, রামু ও টেকনাফ এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি। দুই জেলার হ্যান্ডলিং বাগিয়ে নেওয়ার পর খাগড়াছড়ি সদর এলএসডির হ্যান্ডলিংও হাতিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। খাগড়াছড়ি সদর এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক আজাদের রহমান। তিনি জানান, সদর এলএসডিতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে রয়েছে ‘মেসার্স হাসান কোং’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে সিঙ্গাপুরের সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা, ১১ নভেম্বর : বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারে সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের ব্যয় কমাতে দেশটির সহায়তা চেয়েছেন তিনি। গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওস্থ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায়

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে বাংলাদেশকে সহায়তার আশ্বাস দেন রাষ্ট্রদূত। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রবাসীরা যেন তাদের পরিবারের কাছে আরও বেশি অর্থ পাঠাতে পারে সে লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অভিবাসনের ব্যয় কমিয়ে আনতে চায়। আমরা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে নিয়োগের খরচ কমানোর জন্য মডেল কাঠামো তৈরি করতে পারি। হাইকমিশনার সহায়তার আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশকে বৈদেশিক নিয়োগ ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজ করার পরামর্শ দেন যাতে করে মানব পাচার ও শ্রমিক শোষণের আশঙ্কা কমে যায়। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, শিপিং, শিক্ষা এবং নিজ নিজ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, স্বৈরাচারী সরকার পতনের মাত্র তিন মাসের মাথায় অর্থনীতি ভালোভাবে পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশ এখন ব্যবসার জন্য প্রস্তুত। এখন এদেশে ব্যবসা করার উপযুক্ত সময়। সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ডিরেক্টর ফ্রান্সিস চং বলেন, বাংলাদেশ ২০২১ সালে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব করেছিল। প্রস্তাবিত এফটিএ-র ওপর একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং উভয় দেশই এখন কীভাবে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু করা যায় তার সুযোগ নির্ধারণ করবে। লো বলেন, সিঙ্গাপুর পানি শোধন এবং বর্জ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদের দক্ষতা ভাগাভাগি করতে পারলে খুশি হবে। তিনি উভয় দেশের খাদ্য সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার প্রস্তাব করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে প্রফেসর ইউনূস বলেন, তার সরকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে এবং সার্ককে দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার প্ল্যাটফরম হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
Bangladesh Office, Sylhet.
House No: 36, Road No 13
Block B, Shahjalal Uposhor
Tel: 0088 029 9770 0392
Mob: 0088 01313 088877
Open: Saturday-Thursday
Friday Telephone service only
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN
FAKHRUL ISLAM
SAYED HASAN
SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ওসমানীকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিতের দাবিতে নিউক্যাসেলে সভা

ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত ও অন্যান্য বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবিতে নিউক্যাসলে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর সোমবার রাত ১০টায় ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লি ফান্কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোরটের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল শহরের গোসফোরথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শাহ ইমলাক আলীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক শাহান চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক কে এম আবুতাহের চৌধুরী ,যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মোঃ মফিজুর রহমান ,যুগ্ম আহ্বায়ক জামান আহমদ সিদ্দিকী, নিউক্যাসল বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ নাদির আজিজ দরাজ ,কাউন্সিলার খালেদ মোশাররফ মামুন ও কমিউনিটি নেতা এনাম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ৫০ লাখ সিলেটবাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান অপরিসীম ।১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ও বাংলাদেশের যে কোন দূর্যোগময় মুহুর্তে সিলেটীদের ভূমিকা ইতিহাসের অন্তর্গত। ২২ বছর আগে ওসমানী বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক হলেও কাজে ও মানের দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক নয়।চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমান বন্দরে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইট উঠানামা করলেও ওসমানী বিমান বন্দরে বিমান ছাড়া কোন এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালু করা হয়নি ।ল–ন -সিলেট রুটে বিমান অত্যধিক ভাড়া আদায় করছে ।আবার বিমানের সিলেটে গেলে অত্যধিক ভাড়া আর ঢাকায় গেলে কম ভাড়া।সেখানেও বৈষম্য করা হচ্ছে। বক্তারা ম্যানচেষ্টার থেকে সিলেটগামী একজন রোগী যাত্রীকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে পুলিশে হস্তান্তর করার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। তারা ,অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিনত ও অন্যান্য বিদেশী ফ্লাইট চালু করার জোর দাবি জানান। প্রবাসী সিলেটী কমিউনিটির এ দাবী মানা না হলে তারা বিমান বয়কট কর্মসূচী ঘোষণা করবেন বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত তরিকুল ইসলামের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে, খুলনা বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম-যুক্তরাজ্য এর উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

এতে সাবেক ছাত্র নেতা পারভেজ মল্লিকের সভাপতিত্বে ও শেখ নাসির ও মোঃ আমিনুল হাসান এর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক এবং সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম আজাদ, তারেক বীন আজিজ, নজরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আব্দুর রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, মারুফ গিয়াস বাপ্পী, শামীম ইকবাল খান, এ বি এম মাসুদুল আলম, নাহিদ রানা,আল আমীন রিজভী,এনাম আজগর, মোস্তাক মোহাম্মদ শাওন,বাবর চৌধুরী,আফছার উদ্দীন,শামীম, তৈমুজ আলী,শাহীদুল ইসলাম, গোলাম জাকারিয়া, সাইদুর রহমান, অহেদুর জামান প্রমুখ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা বাইজিদ হোসাইন। নেতৃবৃন্দ তাদের আলোচনায় মরহুম তরিকুল ইসলামের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেন। তারা বলেন, ১৯৬৪ শিক্ষাবর্ষে তরিকুল ইসলাম সরকারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ এর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করে ৯ মাস কারাভোগ করেছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৭১ তিনি সক্রিয় ভাবে মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে যশোর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।এবং ১৯৭৮ সালে উক্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বিএনপির যশোর জিলা শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে হাত দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেছিলেন। তিনি বিএনপির প্রথম আহবায়ক কমিটির ৭৬ সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯৭৮ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিএনপির যুগ্মসচিব, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, ভাইস চেয়ারম্যান এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর থেকে ৪ বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ছিলেন এবং বাংলাদেশের ৫টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে ছিলেন। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং দৈনিক লোক সমাজ পত্রিকার প্রকাশক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের সভা

ওসমানী বিমানবন্দরকে পুর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক করার দাবি

লন্ডনে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর সোমবার মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে (এইচআরপিবি) এর উদ্যোগে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্নাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রুপান্তরিত করে অন্যান্য এয়ার লাইন্স অবতরণের সুযোগ প্রদানের দাবিতে "কনসালটেশন উইথ ইউকে কমিউনিটি লিডার্স" শীর্ষক এক বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

ইস্ট লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে উক্ত বিমান বন্দরকে পূর্নাঙ্গ আন্তর্জাতিককরণের ব্যাপারে তাদের জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন এইচ আর পি বি এর সহ-সভাপতি শাহ মুনিম, সহ সভাপতি সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, ট্রেজারার মিসবাহ কামাল, ওসমানী ফাউন্ডেশন ইউকের চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন, সিলেট গনদাবী পরিষদের সভাপতি শফিকুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান এমবিই, কাউন্সিলর ওসমান গণী, সাবেক মেয়র পারভেজ আহমদ, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, সাবেক কাউন্সিলার আয়েশা চৌধুরী, সাবেক মেয়র ফারুক চৌধুরী, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান, এয়ার লিংক ট্রাভেলস এর সিইও সামি সানাউল্লাহ, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ ইউকে এর জেনারেল সেকেটারী একাউন্টেন্ট সৈয়দ আহবাব হোসেন, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল বারী, আক্তার হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, টিপু হোসেন, বালাগঞ্জ ওসমানী নগর এডুকেশন ট্রাস্টের এজাজ হোসেন দিলু , মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল হক, দিলু চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী, আবু সুফিয়ান চৌধুরী, আনোয়ার খান, মোহাম্মদ আলী প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক সলিসিটার ইয়াওর উদ্দিন ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন।

সভায় নেতৃবৃন্দ এ বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে অবিলম্বে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলি

অবতরণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। সাথে সাথে সাথে ভাড়া বৈষম্য দূর করে সমতা ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান।

বক্তারা উল্লেখ করেন, সিলেট এমএজি ওসমানী বিমানবন্দর নামে আন্তর্জাতিক হলেও সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলতে যা বুঝায় সামগ্রিক বিবেচনায় তা মনে হয় না। যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হত তা হলে এখানে বহুজাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইটসমূহ সিলেট থেকে সরাসরি আসা যাওয়া করতো বা সেখানে অবতরণ করার সুযোগ থাকতো। শুধুমাত্র বিমানের কয়েকটি ফ্লাইট যুক্তরাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া আসা ছাড়া এখানে আর কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সুযোগ নেই। তারা আরও বলেন, বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ২০২২ সালের ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর সময় প্রমাণ হয় যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চাইলে বিদেশি যেকোনো এয়ারলাইন্স নামতে ও উঠতে পারে। কেননা সে সময় ঢাকা থেকে ডাইভার্টেড হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ৮টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটে ওঠা-নামা করেছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক যেকোনো ফ্লাইট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে এ বিমানবন্দর সত্যিকার অর্থে ও পূর্ণাঙ্গভাবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে উঠছে না। এর ফলে বহির্বিশ্বে থাকা সিলেটের যাত্রীরা অযথা বৈষম্য ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যার ফলে বৃটেন থেকে যাত্রীদের বাধ্য হয়ে চড়া দামে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কিনে সিলেট যেতে হচ্ছে। কাতার বা তার্কিশ এয়ারলাইন্সে যেখানে ৫০০ বা ৬০০ পাউন্ডে লন্ডন থেকে ঢাকা যাতায়াত করা যায় সেখানে বিমানে লন্ডন থেকে সিলেটে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যেতে গুনতে হয় ১০০০ পাউন্ড থেকে ১৪০০ পাউন্ড পর্যন্ত। অর্থাৎ দ্বিগুণ বা দ্বিগুণের কাছাকাছি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- ইংল্যান্ড থেকে বিমান প্রথমে সিলেটে যায়। এরপর যায় ঢাকা। এখানেও ঢাকা থেকে সিলেটের ভাড়া ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড রহস্যজনক কারণে নেয়া হয়। সভায় উপস্থিত বক্তাদের অভিমত পূর্ণাঙ্গ ও সত্যিকার অর্থে ওসমানী বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক হলে এখানে ব্যবসা-বানিজ্য,পর্যটনের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। তা ছাড়া হোটেল ব্যবসা ও চাকুরির ক্ষেত্রেও আরও বেশী সূযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সভায় আলোচিত অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা, প্রবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠন, দেশের অন্তর্বর্তী সরকারে ৫ ভাগ ও জাতীয় সংসদে ১০ভাগ প্রবাসী প্রতিনিধি সংরক্ষন রাখা প্রভৃতি। উল্লেখ্য এ সভায় উত্থাপিত দাবিগুলি বাংলাদেশের বর্তমান অন্তরবর্তী সরকারের সংশ্লিস্ট বিভাগে পাঠানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সভায় সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি এলাইছ মিয়া মতিন ও নছির মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং এইচ আর পিবিএর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মনজিল মোরসেদের অসুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বিমানবন্দরের নিরাপত্তা-সংকট

দেশের ভাবমূর্তির প্রশ্নে কোনো ছাড় নয়

নানা ঘটনায় দেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তার মান নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। রোববার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ, দায়িত্বরতদের অবহেলা এবং অনভিজ্ঞতার কারণে থমকে পড়েছে সেখানকার অপরাধী গ্রেফতার ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার কার্যক্রম। গত তিন মাসে এ সংক্রান্ত সাফল্য নেই বললেই চলে। বেড়েছে লাগেজ কাটা পার্টির তৎপরতা। আর এ অবস্থা তৈরি হয়েছে এভিয়েশন সিকিউরিটি ফোর্স (এভসেক) এবং এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) মুখোমুখি অবস্থানের কারণে। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, গত ৫ আগস্ট বিগত সরকারের পতনের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিমানবন্দর থেকে তাদের কার্যক্রম অনেকটা গুটিয়ে নেয় এপিবিএন। এমন প্রেক্ষাপটে বিমানবাহিনী থেকে পাঁচ শতাধিক জনবল নিয়োজিত করা হয় বিমানবন্দরে। পরে ১১ আগস্ট এপিবিএন সদস্যরা দায়িত্ব পালন করতে গেলে বাধার মুখে পড়েন। গত ২৮ অক্টোবর গভীর রাতে অ্যাপ্রোন এলাকায় এপিবিএনের অফিসটি দখল করে এভসেক সদস্যরা।

জানা গেছে, এক সময় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রেটিং ছিল থার্ড ক্যাটাগরিতে। ওই সময় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। অবাধ চোরাকারবারসংক্রান্ত অভিযোগ ছিল। যাত্রী হয়রানি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পার্কিংয়ে ছিল না কোনো শৃঙ্খলা। পরিবহণ শ্রমিকদের দৌরাত্ম্যও ছিল চরমে। এমন পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের ১ জুন বিমানবন্দরে নিরাপত্তার কাজ শুরু করে এপিবিএন। গত ৫ আগস্টের পর দুটি সরকারি সংস্থার বিরোধের কারণে এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবন ও এয়ারসাইড অংশে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না এপিবিএনের ৬০০ সদস্য। গত তিন মাস ধরে তারা বসে বসেই বেতন নিচ্ছেন। অপরদিকে এপিবিএনের বিকল্প হিসাবে যাদের দিয়ে দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে, তাদের পেছনে গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের ভাতা। সিভিল এভিয়েশন চেয়ারম্যান অবশ্য বলেছেন, নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা বিমানবন্দরে নেই। পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয় ছাড়া কারও সঙ্গে কোনো ঝামেলাও হচ্ছে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন স্পর্শকাতর এলাকায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বাহিনীকেই স্বীয় দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায়, দেশে-বিদেশে নেতিবাচক বার্তা যাবে। ভুলে গেলে চলবে না, ইতঃপূর্বে বিমানবন্দরের অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বহিরাগতের অবাধ প্রবেশের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াসহ আরও বেশকিছু বিদেশি এয়ারলাইন্স ও এয়ার ফ্রেইট। স্বাভাবিকভাবেই বিমানবন্দরের নিরাপত্তার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হওয়া উচিত। অন্যথায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। দায়িত্বে নিয়োজিত সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দিকটি বিশ্বময় সুখ্যাতি লাভ করবে, এটাই প্রত্যাশা।

ট্রাম্পকে কীভাবে সামলাবে দিশাহারা ইউরোপ

মার্ক লিওনার্ড

ডোনালড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসাটা ইউরোপের নেতাদের নতুন বাস্তবতার মুখে দাঁড় করিয়েছে। তাঁদের সামনে এখন দুটি বড় ফাঁদ বা ভুল। এর একটি হলো ট্রাম্পের সম্ভাব্য নীতির বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া, অপরটি হলো বাস্তবতাকে মোকাবিলা না করে পুরো পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়া। এ দুই ফাঁদে পা দেওয়া থেকে তাঁদের বাঁচতেই হবে।

সমস্যা হলো, এ ফাঁদে পা দেওয়া থেকে নিজেদের বাঁচানো ইউরোপের নেতাদের পক্ষে সহজ হবে না; আবার এ ফাঁদ এড়াতে না পারলে ইউরোপকে অনেক বড় পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।

ট্রাম্পের ফিরে আসায় আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলো স্পষ্ট।

ট্রাম্প এমনিতে কখন কী করে বসবেন, তা আগেভাগে বোঝা মুশকিল এবং তিনি অসম্ভব রকমের হঠকারী লোক।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রবৃত্তি এবং ঘোষিত পরিকল্পনা ইউরোপের নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্তম্ভগুলোকে কাঁপিয়ে দেবে।

নিরাপত্তা ইস্যুতে ইউরোপীয়দের আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রথমত, ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ইউক্রেনের জন্য 'শান্তিপরিকল্পনা' ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে লঙ্ঘন করতে পারে এবং দেশটিকে নিরস্ত্র ও স্থায়ীভাবে ন্যাটো থেকে বাদ দিতে পারে।

ট্রাম্প গদিতে বসার পর যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোতে তার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে এবং সামরিক কমান্ড ও খরচাপাতির দায়দায়িত্ব ইউরোপীয়দের ওপর চাপিয়ে দেবে। এর ফলে ন্যাটো নিজেই হয়তো 'নিষ্ক্রিয়' অবস্থায় চলে যেতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ইউরোপীয়রা সংগত কারণেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের 'শান্তি নিশ্চিতকরণ' পরিকল্পনার মানে হলো ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর চরমপন্থী জোটের সম্প্রসারণমূলক পরিকল্পনাকে সমর্থন করা। এমনকি ট্রাম্পের ওই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনিদের গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে বহিষ্কার করে মিসর ও জর্ডানে পুনর্বাসনের মতো পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হবে বাণিজ্য। যদি ট্রাম্প তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে ইইউ এবং তাদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ অনিবার্য। সে অবস্থায় ইইউকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পা□া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হবে।

ট্রাম্প গদিনশিন হওয়ার পর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর অবস্থায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ট্রাম্প বাইরের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ শতাংশের একটি সর্বজনীন আমদানি শুল্ক আরোপের কথা বলে রেখেছেন। আর চীনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে বলেও জানিয়ে রেখেছেন।

ট্রাম্পের এই নীতি বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারে। সে ধরনের বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হলে অন্য সরকারগুলো অর্থনৈতিক আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা নেবে।

ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতির মাধ্যমে যদি চীনকে মার্কিন বাজার থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে ইউরোপীয়রা আগের চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ, চীনের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার প্রভাব (ওভার ক্যাপাসিটি) ইউরোপীয়দের ওপর বেশি পড়বে।

ইউরোপের পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। কারণ, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকায় ইউরোপ এক হয়ে পালটা ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তাদের এক হতে না পারার পেছনে 'ইললিবারেল ইন্টারন্যাশনাল' নামের একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক জোট কাজ করবে। ওই জোটে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি রয়েছেন। এই নেতারা তাঁদের নীতিতে স্বাধীনতাবিরোধী মানসিকতা দেখিয়ে থাকেন, যা ইউরোপের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রতিক্রিয়াকে দুর্বল করে দিতে পারে।

এসব কারণে ইউরোপীয় নেতারা আতঙ্কের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন এবং ওয়াশিংটনে গিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করার জন্য তাড়াহুড়া করতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন–যেমনটি অনেকেই ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সময় করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যদি আলাদা আলাদাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করেন, তাহলে তা সরাসরি ইউরোপীয় ঐক্যের ক্ষতির কারণ হবে।

দ্বিতীয় ভুলটিও সমানভাবে বিপজ্জনক।

ট্রাম্প যে ধরনের হুমকি তৈরি করতে পারেন, তা যদি ইউরোপের নেতারা গায়ে না লাগান বা অস্বীকার করেন, তাহলে শেষমেশ দেখা যাবে, নিজেদের মতো করে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিজেদের যতটুকু গুছিয়ে নেওয়া দরকার, তা তাঁরা করতে পারেননি।

চার বছর ধরে ইউরোপীয় নেতারা জানতেন, ট্রাম্প আবার ফিরে আসতে পারেন এবং এ জন্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁরা কিছু পদক্ষেপও নিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের নতুন ভূরাজনৈতিক দুর্বলতাগুলো মোকাবিলার জন্য কিছু ব্যবস্থা ও নিয়েছেন। যেমন তাঁরা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়েছেন (সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয়রা এখন তাঁদের জিডিপির ২ শতাংশের বেশি প্রতিরক্ষায় ব্যয় করছেন) এবং রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমিয়েছেন। তবে মোটের ওপর তাঁরা অনেক ধীরগতিতে এগিয়েছেন।

এদিকে ইউরোপের কোনো কোনো নেতা ভুল আত্মবিশ্বাসে ভাসছেন। তাঁদের ধারণা, তাঁরা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যেহেতু টিকে থাকতে পেরেছেন, সেহেতু আরেকটি মেয়াদেও টিকে যেতে পারবেন।

কিন্তু তাঁদের মনে রাখা দরকার, ২০১৭-২০ সালের ট্রাম্পের সঙ্গে বর্তমান ট্রাম্পের অনেক তফাত। প্রথম মেয়াদের ট্রাম্প ছিলেন রাজনীতির বাইরের একজন মানুষ, যিনি নির্বাচনে জিতে নিজেই অবাক হয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেতে ব্যগ্র ছিলেন।

এবার ট্রাম্প অভিজ্ঞ। আগের মেয়াদে তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবার তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিষয়টিকে ইউরোপীয় নেতাদের গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত এবং সে অনুযায়ী নিজেদের প্রস্তুত করা উচিত।

ইউরোপীয় নেতাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো, এখন থেকে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৭০ দিনের মধ্যে তাঁদের সাধারণ স্বার্থগুলোর বিষয়ে একমত হওয়া এবং কীভাবে সেগুলো রক্ষা করা যায়, তার উপায় খুঁজে বের করা। এসব স্বার্থ রক্ষার কাজ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে থেকে করা সম্ভব হয় তো ভালো; না হলে তা তাঁদের নিজেদেরই করতে হবে।

এর অর্থ হচ্ছে, ইউরোপকে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

ইউরোপের জন্য সবচেয়ে তাৎক্ষণিক উদ্বেগের ইস্যু হলো ইউক্রেন। ইউক্রেনকে নিরস্ত্র করে রাখা এবং ন্যাটো থেকে দেশটিকে দূরে রাখাসংক্রান্ত যেকোনো চুক্তি যাতে না হয়, তা আগে নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ইউক্রেনকে স্বল্প মেয়াদে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবারুদ এবং বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরবরাহ করার বিষয়টি ইউরোপকে নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে ইউক্রেনকে বিশ্বস্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এ ছাড়া ইউরোপকে আরও দক্ষভাবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে হবে; প্রয়োজনে তাদের নিজস্ব পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হবে বাণিজ্য। যদি ট্রাম্প তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহলে ইইউ এবং তাদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ অনিবার্য। সে অবস্থায় ইইউকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে হবে।

ট্রাম্পের জয় ইইউর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্কের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বদলে দিচ্ছে। এখন ইইউর উচিত যুক্তরাজ্যের প্রতি একটি বৃহৎ ও সাহসী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসা, যাতে তারা একসঙ্গে কাজ করে একটি নতুন ধরনের অংশীদারি গড়ে তুলতে পারে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের উচিত শক্তিশালী ও আরও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করা।

এটি বাস্তবায়নের জন্য ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড ও স্পেন–এই ইইউ সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একটি সর্ব-ইউরোপীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইউরোপের সৃজনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হবে।

তাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিটি সংকট একটি সুযোগ সামনে এনে দেয়। ট্রাম্প সংকটও ইউরোপীয়দের সামনে একটি শক্তিশালী ও অধিকতর আত্মনির্ভরশীল ব্লক গঠনের সুযোগ এনে দিয়েছে।

বৃটিশ-বাংলাদেশী পেশাজীবীদের রাউণ্ড টেবিল বৈঠক

উপদেষ্টা পরিষদে অন্তত ১০ শতাংশ প্রবাসী বাংলাদেশি নেয়ার দাবি

লন্ডন, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: বৃটিশ-বাংলাদেশী পেশাজীবীদের উদ্যোগে "দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশী: জাতি গঠনে তারা কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন" শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন স্কুল অব কমার্স এন্ড আইটি-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুতাবাস ও হাইকমিশন ঘেরাও করেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন। মধ্যপ্রাচ্যে বিক্ষোভ করতে গিয়ে অর্ধশত প্রবাসী জেল খেটেছেন। সর্বশেষে প্রবাসীরা ৫ আগষ্টের আগে মাসব্যাপী রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে সরকারের টনক নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যংকের গভর্নর সম্প্রতি জানিয়েছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার ফলে বৈদেশিক রিজার্ভে হাত না দিয়েই বৈদেশিক ঋনের কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং দেড় কোটির উপর প্রবাসীকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। তাই দেশ পরিচালনায় উপদেষ্টা পরিষদে অন্তত: ১০% প্রবাসী বাংলাদেশী নেয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমাদের আকুণ্ঠ সমর্থন আছে। যে কোন উপায়ে এই সরকারকে সফল হতেই হবে। সরকার ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। সফল গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫৩ বছর পর দেশ গড়ার এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ থেকে মোট জনসংখ্যার

১০% বাংলাদেশী যারা প্রবাসে থাকেন তাদের বঞ্চিত করলে বরং দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পৃথিবীর প্রায় ১৫টি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ আছে যাদের একেকটির মোট জনসংখ্যা দেড় কোটি হবে না। সুতরাং এত বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের অবহেলা করে রাষ্ট্রের টেকসই সংস্কার বা মেরামত করা সম্ভব নয়। দেড় কোটি প্রবাসীদের সন্তুষ্ট করুন ও তাদের ন্যায্য এবং যৌক্তিক দাবীসমূহ মানুন, তার বিনিময়ে দেখবেন প্রবাসীরা কোটি কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করে দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেটর নাসরুল্লাহ খান জুনায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবং প্রতিথযশা আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. হাসানাত হোসেন এমবিই এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালেহ। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন, ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা আমিন চৌধূরী, ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন, ব্যারিস্টার এম ফয়ছল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম এমাদ, ব্যারিস্টার আলী ইমাম, যুবনেতা নাসির উদ্দিন, গবেষক শরীফুল ইসলাম, মানবাধিকার কর্মী তানভীর হাসান, বৈষম্যবিরুধী আন্দোলনে বিলেতের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ আহমদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সাজেদুর রহমান, সমাজকর্মী আমিনুল ইসলাম প্রমূখ। দুই ঘন্টাব্যাপী প্রানবন্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে আসে। এতে ৬টি দাবী উপস্থাপন করা হয়। সেগুলো হলো: ১) প্রবাসীদের ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্কার কমিশন গঠণ, ২) দেড় কোটির বেশি প্রবাসীর মধ্য থেকে অন্তত দুইজন উপদেষ্টা নিয়োগ, ৩। জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক যারা দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাদের জন্য সংবিধানের বৈষম্যমূলক ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা, ৪) বৃটিশ-বাংলাদেশীদের মধ্য থেকে টেলেন্ট হান্ট করা, ৫) পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদনে আইডি হিসেবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট অথবা বৃটিশ পাসপোর্ট অথবা এনআইডি কার্ড গ্রহনযোগ্য বলে অতি দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি ও ৬) এমপিদের জন্য বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা ও বরাদ্দ বাতিল করণ।

খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার মাসিক নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১১ নভেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিত সভায় শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা হোসাইন আহমদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ওলহ্যাম শাখার সভাপতি ও রচডেল শাখার প্রধান উপদেষ্টা মুহাদ্দীস মাওলানা কমর উদ্দিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শাখার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হক। অন্যান্যদের বক্তব্য বক্তব্য রাখেন শাখার সহ সভাপতি মওলানা রুহুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ বদরুল আলম,বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ সামছুল আলম প্রমুখ।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

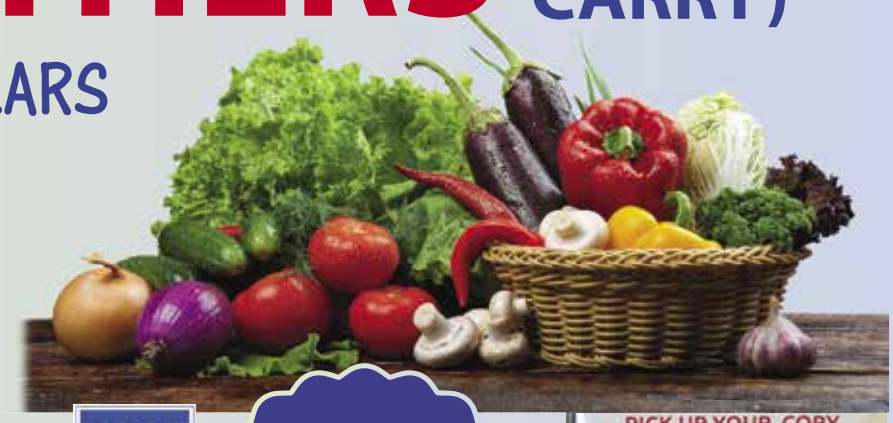

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডনে যুবলীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

লন্ডনে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও তাঁর পরিষদের উপদেষ্টাদের পদত্যাগ ও বিচারের দাবিতে গত ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের কমিউনিটি সেন্টারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান ও যুগ্ম সম্পাদক জামাল খানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ। প্রধান বক্তা ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুজ্জান চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক, সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন, সহ সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক নইমুদ্দিন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক কবি মাসুক ইবনে আনিস, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ তারিফ আহমদ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আনসারুল হক, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ভিপি খসরুজ্জামান খসরু, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ফয়জুর রহমান, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহ-সভাপতি আফজল হোসেন, মোহাম্মদ ফিরোজ, নজরুল ইসলাম, মাহবুব আহমদ, আখতার আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন লিটন, ফজলুর রহমান ফয়েজ, জুবায়ের আহমদ, মতবির আলী চুন্নু, হাফিজুর রহমান সেলিম, সৈয়দ শফিউল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ আলী, প্রচার সম্পাদক মো. আয়াছ, যুবলীগ নেতা দোলন আহমদ, দুলাল আহমদ, আহমদ চৌধুরী নাজিম, আওয়ামী লীগ নেতা রাজ্জাক মোল্লা, রফিক উল্লা, লন্ডন যুবলীগের সভাপতি তারেক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন সুমন, ছাত্রলীগের সভাপতি তামিম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন জয় ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ সহ প্রমুখ।

সভার শুরুতে জনপ্রিয় শিল্পী গৌরি চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা পর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে সমাবেশস্থল। এছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের বিভিন্ন শাখার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি যাকে ধরেন ছাড়েন না। তাঁকে দূরে দিয়ে যারা অন্তর্বর্তী সরকার নামে সরকার গঠন করেছে তাদের বিচার হবে। সুদখোর ইউনুস ও তার সহযোগীদের দ্রুত পদত্যাগ করতে হবে। এদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এবং শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দেশের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই অগ্রসর ভূমিকা পালন করবে যুক্তরাজ্য যুবলীগ। অতীতের ন্যায় যুক্তরাজ্য যুবলীগ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার ভ্যান গার্ড হিসেবে কাজ করবে।'

ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে বক্তারা আরও বলেন, 'ড. ইউনুস একজন রক্তচোষা সুদখোর। এই সুদখোর, রাষ্ট্রদ্রোহী, মানবাধিকার হরণকারী ও গণহত্যাকারীর বিচার বাংলার মাটিতে হবে। ড. ইউনুসসহ তার অবৈধ উপদেষ্টারা যাতে দেশ থেকে পালাতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। এরা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর পাহারা দিতে হবে। এদের বিচার বাংলার মাটিতে হবেই হবে।'

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

জুড়ী ওয়েলফেয়ারের বার্ষিক সাধারণ সভা

জুড়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাজী মাছুম রেজার সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এই সভা হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি সালেহ আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেলের পরিচালনায় প্রথম পর্বে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মইনুল। সভাপতি সালেহ আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেল বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন ও কোষাধ্যক্ষ সিপার রেজা ও সহ কোষাধ্যক্ষ ইখতিয়ার মিয়া মাসুম বাৎসরিক আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন। প্রশ্ন উত্তর পর্বের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জায়ফরনগর নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মাছুম রেজা। প্রথমে অতিথিকে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ, ইউনুছ মিয়া, সাবেক সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান কয়েছ,সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ রাজু, মোহাম্মদ আবুল কালাম, জি এম চৌধুরী রনি, লুৎফুর রহমান,সহ-সাধারণ সম্পাদক এম এ সবুর, মাসুম আহমেদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক আযহার আহমেদ ওয়াসীম, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, জনকল্যাণ সম্পাদক মারুফ আহমেদ,সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক খালেদ হোসেন, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক তাছভীর আহমেদ ফাহিম, আসরাফুল হক জালাল, কাউন্সিলর মাসুকুর রহমান, লুৎফুর রহমান মিতুল,মাহী উদ্দিন রাজু, সাবেক সভাপতি মাওলানা আবদুল মুমিন, ফাউন্ডার মেম্বার তাজুল ইসলাম আইন বিষয়ক সম্পাদক সাদেকুর রহমান, হাবিবুর রহমান মামুন, সাইদুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা অ্যাসোসিয়েশনের ২০ বছর পূর্তি উদযাপন ও জুড়িতে একটি ডায়বেটিস হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি হাজী মাছুম রেজা তার বক্তব্যে সার্বিক বিষয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, তিনি নিজ অর্থায়নে প্রথমে একটি ফ্রী ডায়বেটিস মেডিকেল ক্যাম্প করবেন জুড়ীতে এবং পরবর্তীতে একটি বাজেট করে জুড়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের মাধ্যমে এটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে ফ্রি খতনা

চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে এবং জুলকার নায়েন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চেতনা যুব পরিষদের উদ্যোগে ফ্রি খতনা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর শনিবার সিলেট নগরীর আম্বরখানাস্থ বরকতিয়া হাউজে ফ্রি খতনার আয়োজন করা হয়।

চেতনা যুব পরিষদের সহ-সভাপতি আব্দুল হাসিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম কাওছার আহমেদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুর রফিক।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যকার বরকতিয়া মার্কেট এর পরিচালক আতিক রাহী, এডিশনাল পিপি এডভোকেট আব্দুল মুকিত অপি, চেতনা যুব পরিষদের উপদেষ্টা ছয়ফুল করিম চৌধুরী হায়াত, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মুহিত দিদার, হোটেল পলাশের পরিচালক আবিদ হারুন, পায়রা সমাজকল্যাণ পরিষদের যুগ্ম- সম্পাদক মুসাদ্দিকুন নবী, চেতনা যুব পরিষদের সহ-সভাপতি আব্দুস সোবহান আজাদ, সিলেট আম্বরখানা মঈন কমপ্লেক্স এর পরিচালক মুক্তা আহমদ, হাউজিং এস্টেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ওলায়েত হোসেন লিটন, বরকতিয়া মার্কেট এর পরিচালক ইব্রাহিম খলিল, উম্মুল কুররা একাডেমির প্রিন্সিপাল আহমদুল হক উমামা, চেতনা যুব পরিষদ এর সাহিত্য সংস্কৃতিক সম্পাদক সদস্য ক্বারী বেলাল আহমদ, সৈয়দ সায়েফ আহমদ, কাওসার আহমদ, আদনান আহমদ (মজনু) ওয়াহিদুর রহমান, মাসুম আহমদ, ডা: মিসবাউল হক, উপদেষ্টা মোশাহিদ উদ্দিন, মালেক খান শাফি, মিজানুর রহমান, হাকীম আফরোজ হোসেন, আব্দুল মুহিত চৌধুরী বাবু, মাহবুব আহসান শাহেদ, কবি কামাল আহমদ, দুলাল আহমদ, লুৎফুর রহমান প্রমুখ।

চেতনা সমাজ কল্যান সংস্থা যুক্তরাজ্যের সভাপতি এম জি কিবরিয়া এক ভিডিও বার্তায় খতনা কর্মসূচি সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল দাতা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সুন্নাতে খতনার পরে শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে ওষুধ, লুঙ্গি ও গেঞ্জি বিতরণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

কায়রোতে মুফতি আবদুল মুনতাকিমকে সংবর্ধনা প্রদান

ব্রিটেনের বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং উচ্চতর গবেষণামূলক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়াতুল খাইর আল-ইসলামিয়া সিলেট-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি আবদুল মুনতাকিমকে মিশরের রাজধানী কায়রোতে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর রবিবার এই সংবর্ধনার আয়োজন করে মিশরের ঐতিহাসিক আল আযহার ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী স্টুডেন্টদের প্রিয় সংগঠন আযহার ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানটি স্বল্প সময়ের নোটিশে আয়োজিত হলেও

এতে আল-আযহার ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ফ্যাকালটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েলফেয়ারের সম্মানিত সভাপতি, এমফিল গবেষক আব্দুল আজিজ তরফদার। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রবিন্দু ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃটেন থেকে আগত মুফতি আব্দুল মুনতাকিম।

সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য প্রতিনিধি আখতারুজ্জামান, পিএইচডি গবেষক ও উপদেষ্টা প্রধান মুশাররফ হোসাইন, এমফিল গবেষক ও উপদেষ্টা আবু আদনান মহিবুর রহমান, এমফিল গবেষক ও উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ সোহাগ, শরিফুল ইসলাম ও অন্যান্য সিনিয়র, জুনিয়র সদস্যগণ।

সংবর্ধনা সভায় মেহমানের পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সদস্য প্রতিনিধি, মিশরের দাওয়াত ও তাবলীগ এর ময়দানে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বি জনাব আখতারুজ্জামান ও উপদেষ্টা প্রধান শাইখ মোশাররফ হোসাইন।

এ সময় শায়খ আবু আদনান মহিবুর রাহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুফতি আবদুল মুনতাকিমকে আজ আমরা মিশরের মাটিতে পেয়ে যারপর নাই আনন্দিত। তাঁর উপর আল্লাহ পাকের অনেক গুলো নেয়ামত রয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁকে অনেক বড় আলেম ও ওলীর খান্দানে জন্ম দিয়েছেন। পূর্ব সিলেটের প্রবীণ শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল মুছাওয়ির। খলিফায়ে মাদানী ও অলিকুল শিরোমণি শায়খ আব্দুল গাফফার মামরখানি (রাহঃ) তাঁর আপন নানা। এসবের উর্ধ্বে আসল পরিচয় তাঁর ইলমী ও আমলী উচ্চ মাকাম। তিনি দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর্যন্ত দারুল উলূম করাচীর মত মহান ইলমী মারকাযে শায়খুল ইসলাম হযরত তাকি উসমানী ও মুফতি মুহাম্মদ রাফি উসমানী রাহঃ এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। সিলেটে জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়ার মতো একটি উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে সর্বত্র আশার আলো সঞ্চার করেছেন তিনি। আবার বৃটেনে তিনি এক দিকে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষায় ইকরা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত ও ফিকহি খেদমত দুনিয়াব্যাপী আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আল আযহার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীগণ মুফতি আবদুল মুনতাকিম সাহেবকে পেয়ে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত হয়েছি। সভাপতির দীর্ঘ বক্তব্যে জনাব তরফদার, আজহারওয়েলফেয়ার মিশর এর শুরুলগ্ন থেকে অদ্যাবধি বহুমুখী কার্যক্রম ও উন্নয়নের পুরো ইতিবৃত্ত সংবর্ধিত মেহমান মুফতি আবদুল মুনতাকিম ও উপস্থিতির সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। তাঁর আলোচনায় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রদের পড়ালেখা, ইলম, আমল, মিশর জীবনের সীমাবদ্ধতা, অপ্রতুলতা ও নানা প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত হয়।

সর্বশেষ, প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি আবদুল মুনতাকিম ওয়েলফেয়ারের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও উপস্থিত সকলের শুকরিয়া আদায় করে বলেন যে, মাত্র কয়েক ঘন্টার অবগতির মাধ্যমে প্রায় একশত উলামায়ে কেরাম ও শিক্ষার্থী একত্রিত হয়ে যেভাবে আপনারা আমার মতো নগন্য একজন তালিবুল ইলমকে সম্মান প্রদর্শন করলেন তা আপনাদের মহত্ত্ব ও বড় মনের পরিচায়ক। মুফতি আবদুল মুনতাকিম তাঁর বক্তব্যে ইলমে দ্বীনের ফজীলত, গুরুত্ব ও বর্তমান যুগে ওহীর দিকনির্দেশনার কার্যকারিতা সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন দুনিয়া উপার্জনের জন্য অসংখ্য পথ অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে। ইলমে দ্বীনের মধ্যে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, নিজের সংশোধন ও যুগোপযোগী কার্যকর দ্বিনী খেদমত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ইসলাম তথা ওহী ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উচ্চতর গবেষণামূলক দ্বীনি শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন পরিপূর্ণ সফল বিবেচিত হতে পারেনা। পরিশেষে মাহফুজুর রহমানের দোয়া ও উপস্থিত মেহমানদের রুচিসম্পন্ন আপ্যায়নের মাধ্যমে জনাকীর্ণ এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুফতি ইব্রাহীম বামের সাথে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

সাউথ আফ্রিকা জমিয়তে উলামার জেনারেল সেক্রেটারী মুফতি ইব্রাহীম বাম সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে এসেছেন। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তাঁর যোগদান করার কথা রয়েছে। লন্ডন সফরকালে মুফতি ইব্রাহীম বাম এর সাথে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বিশেষ সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ মতবিনিময় সভা পূর্ব লন্ডনের ক্ল্যাপটন মদীনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মুফতি ইব্রাহীম বাম, সাউথ আফ্রিকা জমিয়তের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

এদিকে ইউকে জমিয়ত সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের নেতৃবৃন্দ তাঁদের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে মুফতি ইব্রাহীম বাম কে অবগত করে দোয়া ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম ইউকেতে উলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক ও দ্বীনি কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সকলের পরিচিতি মেহমানের সম্মুখে তুলে ধরেন।

সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়কালে ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহসভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও বিশিষ্ট স্কলার মাওলানা ইউনুছ দুধ ওয়ালা উপস্থিত ছিলেন।

মুফতি ইব্রাহীম বাম ইউকে জমিয়তের উদ্যোগে লন্ডনে আয়োজিত জমিয়তের শত বার্ষিকী মহা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতির স্মৃতিচারণ করেন এবং ভবিষ্যতে সাউথ আফ্রিকা জমিয়তের বহুমুখী ও যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে ইউকে জমিয়তের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সৃষ্টির ব্যাপারে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্ব মুসলিমের মজলুম ও করুন অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মুফতি ইব্রাহীম বাম এর সময় বিশেষ মোনাজাত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

লন্ডনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনায় বক্তারা

সাম্য ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসার আহব্বান

লন্ডনে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি স্থানীয় হলে যুক্তরাজ্য বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার ড. খন্দকার মারুফ মোশারফ, যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা সায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, জগন্নাথপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু হুরায়রা সাদ মাস্টার, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জান খসরু, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ জিলান, এডভোকেট খলিলুর রহমান, মহিলা দলের আহবায়ক ফেরদৌস রহমান, যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আজিম উদ্দিন। আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের পুরো প্রেক্ষাপট এবং শহীদ জিয়ার সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে সিভিল ও মিলিটারি উভয় সেক্টরে যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল তখনো ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শহীদ জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । সিপাহী ও জনতার সম্মিলিত বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা মুক্ত হোন এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশের নেতৃত্ব দেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন ও ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

বক্তারা বিএনপির প্রস্তাবিত ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের আলোকে সাম্য ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সারা বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করার উদাত্ত আহ্বান জানান। বক্তারা অভিলম্বে বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান সহ সকল নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। সভার শেষে বক্তারা বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিহত সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার তারেক বিন আজিজ, ঢাকা বিশবিদালয়ের সাবেক সিনিট সদস্য নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মিসবাহুজ্জামান সোহেল, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ইউরোপের কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুস সামাদ, শাহিন মিয়া, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ (সহদপ্তর সম্পাদক), সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহীন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল্লাহ খান, নিউহ্যাম বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাউথাম্পটন বিএনপির সাবেক সভাপতি মনসুরুর রহমান শাহী, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজি এম এ সেলিম, সাধারণ সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, কেন্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলু, কেমডেন এন্ড ওয়েস্ট মিনিস্টার বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ কবির, জাসাসের সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুড়িয়া, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ জে লিমন আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আখতার মাহমুদ, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক হাওলাদার, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার শামসুজ্জোহা, ধর্ম বিষয়ক সাম্পাদক আব্দুস শহিদ, প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ গাজী, মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শিবলি শহিদ খোশনবিশ, সহসাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন সহ প্রচার সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সহ প্রবাসি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আরিফ আহমেদ, সাবেক সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আহবাব হোসেন খান বাপ্পি, সাবেক সহ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, কার্যনির্বাহী সদস্য শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, সাবেক সদস্য আরিফ মাহফুজ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউ কের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩ নভেম্বর রবিবার বেলা সাড়ে বারোটায় ইস্ট লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্হ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আ ফ মেসবাহ উদ্দিন ইকো।

প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এরিনা সিদ্দিকী এবং মোহাম্মদ কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন মীর বেলাল শরীফ ও গীতা পাঠ করেন হারাধন ভৌমিক। বার্ষিক সাধারন সভার শুরুতেই সভাপতি প্রশান্ত পুরকায়স্হ বিইএম উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান।

সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন ইকো ২০২৩-২৪ কর্ম-বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড সম্বলিত প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর হিসাব বিবরণী পেশ করেন। দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান গত দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় এসব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে, সভায় ডোয়াইউকের সংবিধান সংশোধন করে আজীবন সদস্যভূক্তির জন্য নিয়মাবলী সংযোজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে বিগত বছরের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা ও এসবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ষোলজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয় এবং উপস্থিত এগারোজনকে উত্তরীয় পরিধান করানোর মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়।

স্বীকৃতিপ্রাপ্তরা হলেন- মোহাম্মদ আবুল হাসেম, মোহাম্মদ হাবীব রহমান, শাহগীর বখত ফারুক, রাজিয়া বেগম, দেওয়ান গৌস সুলতান, মোহাম্মদ আব্দুর রাকীব, আবু মুসা হাসান, ইসমাইল হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, মাহফুজা রহমান, নাজির উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আবুল কালাম, সৈয়দ সামাদুল হক, সহুল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাবিব রহমান, শাহরিয়ার বখত ফারুক, দেওয়ান গৌস সুলতান, মাহফুজা রহমান, ইসমাইল হোসেন, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাজেদুর রহমান ফারুক, মতিন চৌধুরী ও আসাব বেগ। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি, সত্যবাণীর রিপোর্টার ড. আনসার আহমদ উল্লাহর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি ডিবিসি নিউজের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি জুবায়ের আহমদের পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর ইউকেবাংলা গার্ডিয়াম ম্যাগাজিনের এসিসটেন্ট সম্পাদক, সংগঠনের ট্রেজারার এসকেএম আশরাফুল হুদা বার্ষিক ট্রেজারার রিপোর্ট তুলে ধরেন। সেক্রেটারী বার্ষিক রিপোর্ট তুলে ধরেন জুবায়ের আহমদ।

এজিএম শেষে নতুন কমিটি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জন্য নির্বাচন কমিশনার এটিএম মনিরুজ্জামান উপস্থিত সবার সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাপক আলোচনা শেষে জগন্নাথপুর টাইমসের সম্পাদক সাজিদুর রহমানকে সভাপতি ও ইকরা বাংলা টিভির পেজেন্টার ও বিলেত ম্যাগাজিনের মিজানুর রহমান মীরুকে সেক্রেটারি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সংগঠনের এই সপ্তম বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখেন- বাংলা মিররের বিশেষ প্রতিনিধি ও ঢাকা পোস্টের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, ইউকেবিডি টিভির চেয়ার মকিস মনসুর, সত্যবাণী ক্রীড়া প্রতিবেদক জামাল আহমদ খান, বিশ্ববাংলা নিউজ২৪ এর চেয়ার সাহেদা রহমান, বাংলা সংলাপের ব্যরিস্টার ইকবাল হোসেন, জগন্নাথপুর টাইমস এর নিউজ এডিটর মির্জা আবুল কাসেম, বাংলাদেশ ডায়েরীর রিপোর্টার ড. জয়নুল আবেদীন, ইউকেবিডি টাইমসের প্রধান সম্পাদক ড. শামসুল চৌধুরী, লন্ডন বিচিত্রার রিপোর্টার আব্দুল বাছির, রেড টাইম এর আসমা মতিন, ইমদাদুন খান, ইকরা বাংলা টিভি পেজেন্টার হাফসা ইসলাম, আই অন টিভির মুন কোরেশী, আই অন টিভির হেনা বেগম, মনুজ সম্পাদক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, ইউকে বাংলা গার্ডিয়ানের সালেহ আহমদ, হবিগন্জ এক্সপ্রেসের লন্ডন প্রতিনিধি এ রহমান অলি, ভোরের কাগজ এর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ড: আজিজুল আম্বিয়া, ভয়েস অব টাওয়ার হ্যামলেটসের সম্পাদক সুয়েজ মিয়া, এনএল২৪ এর রিপোর্টার নুরুন নাবী, বাংলাভিউ এর শামীম আশরাফ, সিলেটভিউ২৪ এর মুন্না মিয়া, সত্যবাণীর ইমরান মাহমুদ ও রেড টাইমস এর শিফন মিয়া প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ডিএনএ টেস্টে প্রমাণিত

ঢাকায় কবর দেয়া মাহমুদুরই বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরী

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের জট খুলেছে। জানা গেছে, মাহমুদুর রহমান নামে ঢাকার সাভারে দাফন করা মানুষটিই হারিছ চৌধুরী। আর এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে ডিএনএ রিপোর্টের মাধ্যমে। গত বুধবার (৬ নভেম্বর) আদালতে এই ডিএনএ রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে,

গত ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর পরিচয় নিশ্চিতে তার মরদেহ উত্তোলন করে ডিএনএ টেস্টের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

হারিছ চৌধুরীর মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী তখন বলেন, বাবাকে মিথ্যা মামলায় হেনস্তা করা হয়েছে বারবার। তার মৃত্যু নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়, যা অত্যন্ত বেদনার। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। তাকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। আমরা চাই, লাশের ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে ধোঁয়াশা যেন দূর হয়।

তিনি আরও বলেন, ৬৮ বছর বয়সে বাবা ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান। পরে ঢাকার অদূরে সাভারে একটি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এরপর, গত ১৬ অক্টোবর সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের কমলাপুর জালালাবাদ এলাকার জামিয়া খাতামুন্নাবিয়্যীন মাদরাসা কবরস্থান থেকে ডিএন পরীক্ষার জন্য মাহমুদুর রহমান নামে দাফন করা হারিছ চৌধুরীর লাশটি কবর থেকে তোলা হয়।

পরে ২১ অক্টোবর হাইকোর্টের আদেশে হারিছ চৌধুরীর পরিচয় নিশ্চিত করতে তার মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী রাজধানীর মালিবাগে অবস্থিত সিআইডি কার্যালয়ে ডিএনএ নমুনা জমা দেন। সে সময় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হয়, বাবাকে দাফনের পরও আপনাকে ডিএনএ নমুনা দিতে হচ্ছে। এই বিড়ম্বনার পেছনে আসলে কারা দায়ী?

উত্তরে তিনি বলেন, এই বিড়ম্বনার জন্য বিগত সরকার দায়ী। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত প্রশাসন এর জন্য দায়ী। প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি এবং স্বৈরাচারমূলক আচরণের কারণে আমাকে এই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, ডিএনএর নমুনা পরীক্ষার দুই সপ্তাহ পরেই সাভার থানা পুলিশকে রিপোর্ট পাঠানো হয়। এর আগে, গত ১৬ অক্টোবর সাভার থানায় হারিছ চৌধুরীর লাশ উত্তোলন করে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়। সেই জিডির রেফারেন্সেই এই ডিএনএ পরীক্ষা হয়।

এ বিষয়ে জানতে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) কামারুন মুনিরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, বিষয়টি আদালতের। তাই এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য করার সুযোগ নেই।

তবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিয়া। তিনি বলেন, তিন দিন আগেই আমরা ডিএনএ রিপোর্টটি আদালতে জমা দিয়েছি। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আর লাশটি হারিছ চৌধুরীরই বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৫ সেপ্টেম্বর বাবার পরিচয় শনাক্তে মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। আদালত তখন লাশ উত্তোলন করে ডিএনএ পরীক্ষার অনুমতি দেন।

এর আগে, হারিছ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যাকা– জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা হয়। এ ছাড়া দুদকের দুর্নীতি মামলা ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় তার যথাক্রমে তিন ও সাত বছরের জেল এবং ১০ লাখ টাকা জরিমানা হয়। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেন আদালত। একইসঙ্গে ২০১৮ সালে ইন্টারপোলে হারিছ চৌধুরীর বিরুদ্ধে রেড নোটিশ ইস্যু করা হয়।

শুধু নির্বাচনের জন্য ২ হাজার মানুষ জীবন দেয়নি: সিলেটে সারজিস

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেছেন, শুধু নির্বাচনের জন্য দুই হাজার মানুষ জীবন দেয়নি। অর্ধলাখ মানুষ রক্ত দেয়নি। সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সিস্টেমগুলোর যৌক্তিক সংস্কার করে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনে যাওয়া উচিত।

গত ১০ নভেম্বর শনিবার দুপুরে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সারজিস আলম এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, গত ১৬ বছর, এমনকি ৫৩ বছর ধরে সংবিধান এই বাংলাদেশকে, মানুষকে পাঁচ বছরের জন্য 'জনতার সরকার' উপহার দিতে পারেনি। পাঁচ বছর পর পর অনেক বড় বড় ইশতেহার দিয়ে সরকার নির্বাচন করে, ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার কয়েক দিনের মধ্যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা ভুলে যায়, তারা কী ইশতেহার দিয়েছিল। তারা ভুলে যায়, তারা জনতার সরকার।

নির্বাচন প্রসঙ্গে সারজিস আলম বলেন, 'আমরা বলছি না রাষ্ট্রের সবকিছু সংস্কার করে নির্বাচনে যান। আমরা এটাও বলছি না আগামী পাঁচ-ছয় বছর সংস্কার করেন। কিন্তু সংস্কারের জন্য ন্যূনতম একটা যৌক্তিক সময় লাগবে। কোনো বিবেকবান মানুষ তাঁর জায়গা থেকে চিন্তা করতে পারবে না যে এক বছরের মধ্যে সবকিছু সংস্কার হয়ে যাবে। ১৬ বছর ধরে যে সিস্টেমগুলোকে ধীরে ধীরে ভেঙে শেষ করা হয়েছে; সেই সিস্টেমগুলোকে, সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সিস্টেমগুলোর সংস্কার করতে যৌক্তিক সময় প্রয়োজন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনে যাওয়া উচিত। তা না হলে আমরা আগের জায়গাতেই থেকে যাব।'

সারজিস আলম বলেন, শুধু একটা নির্বাচন কমিশনও সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারে না। এর পাশাপাশি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত। এর মধ্যে অন্যতম হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে।

তা না হলে নির্বাচন দিলে আবার জবরদখলের ঘটনা ঘটতে পারে। ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। আবার এই নির্বাচন ঘিরে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, সেটার সমাধানের জন্য একটা বিচারিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন। তাই বিচারব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। গত ১৬ বছরে নির্বাচন কমিশন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল বলে মন্তব্য তাঁর।

অভ্যুত্থান কিছু লোক দিয়ে হয়নি মন্তব্য করে সারজিস আলম বলেন, যেই ফ্যাসিস্ট সরকারকে ১৬ বছরে বাংলাদেশের নামীদামি রাজনৈতিক সংগঠন নড়াতে পারেনি, সেই শেখ হাসিনা কিছু লোকের জন্য এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। পুরো বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নেমেছিল বলে অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং শেখ হাসিনা পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সারা দেশে প্রায় ১ হাজার ৬০০ জনের বেশি শহীদের পরিবারের তালিকা পাওয়া গেছে দাবি করে সারজিস আলম বলেন, যাচাই-বাছাই করে নির্বাচিতদের পরিবারের হাতে আর্থিক অনুদানের চেক দেওয়া হচ্ছে। সিলেট বিভাগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত ১৮ জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে ৫ লাখ টাকা করে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।

এর আগে সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

সিলেটে আলীগের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিএনপির মিছিল

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : আওয়ামী লীগের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানাতে সিলেটে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে মহানগর বিএনপি। দলটি যাতে নতুন করে কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে, সে জন্য গত ১১ নভেম্বর রোববার সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যুবলীগের কর্মী নূর হোসেন বুক ও পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে রাজপথে মিছিলে নেমেছিলেন। সেদিন পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। ১৯৮৭ সালে তাঁকে হত্যার আজকের এই দিনে ঢাকার জিরো

পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ। দলটি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ কর্মসূচি ঘোষণা করার পর সিলেটসহ সারা দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এরই অংশ হিসেবে সিলেট বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ কর্মসূচি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

রোববার সকাল থেকে সিলেট নগরের চৌহাট্টা, রিকাবীবাজার, জিন্দাবাজার, কোর্ট পয়েন্ট, সুরমা মার্কেট এলাকায় ছাত্রদলসহ বিএনপির অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের জড়ো হতে দেখা যায়।

সিলেট মহানগর বিএনপির আয়োজনে রোববার দুপুর ১২টার দিকে সিলেট কোর্ট পয়েন্ট এলাকা থেকে চৌহাট্টা মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে চৌহাট্টা এলাকায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। এতে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির।

খন্দকার আবদুল মুক্তাদির তাঁর বক্তব্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে হাওয়াই মিঠাই হিসেবে অবিহিত করে বলেন, 'হাওয়াই মিঠাই হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। হাসিনাও হাওয়াই মিঠাই। শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট অপরাহ্ণ থেকে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য; জনতার বিজয়কে নসাৎ করার জন্য একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। এর সর্বশেষ প্রতীক তাঁর ভিডিও বার্তা (ট্রাম্পের ছবি নিয়ে বিক্ষোভ আয়োজনের কল রেকর্ড) এ রকম আজগুবি, উদ্ভট ষড়যন্ত্র একমাত্র শেখ হাসিনার মাথা ছাড়া আর কারও কাছে পাওয়া যাবে না।'

শেখ হাসিনার সব ষড়যন্ত্রকে কঠোরভাবে প্রতিহত করার কথা উল্লেখ করে খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, যে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এ দেশের মানুষ বিজয় অর্জন করেছে, সেই ঐক্য ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাংলাদেশকে সুষ্ঠু ধারায় চালানোর জন্য শেখ হাসিনার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। সারা দিন জাতীয়তাবাদী দল সজাগ ও সতর্ক থাকবে, যেন শেখ হাসিনার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা কোথাও কেউ করলে সাধারণ মানুষ প্রতিহত করবে। তাদের সঙ্গে বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরাও থাকবেন। অর্জিত বিজয় যাতে কোনো ষড়যন্ত্রকারী নসাৎ করতে না পারেন, সে জন্য সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, 'দ্রুত সময়ের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করে জনমানুষের রায় নিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার দেখার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সারা দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি জেগে উঠেছে মন্তব্য করে পরাজিত শক্তি ও পরাজিত শক্তির দোসরদের মোকাবিলা করা হবে।'

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরীসহ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

এদিকে সিলেট মহানগর ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল ইসলাম বলেন, সকাল থেকে দলের নেতা-কর্মীরা ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে অবস্থানে রয়েছেন। তবে ষড়যন্ত্রকারী কাউকে রাজপথে পাওয়া যায়নি।

বিশ্বনাথে তাহসিনা রুশদীর লুনা

ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হলো কিন্তু ইলিয়াস আলী ফিরে এলেন না

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : বাংলাদেশে গুমের সংস্কৃতি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন 'গুম হওয়া' বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা। বিএনপির চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, ফ্যাসিস্ট সরকার পতন হলে ইলিয়াস আলীকে ফেরত পাব। কিন্তু বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে এখনো তাঁর কোনো সন্ধান পাইনি।' গত ১১ নভেম্বর রোববার দুপুরে সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভার অলংকারী এলাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মরহুম তেরা মিয়া ও সুফিয়া বেগম স্মরণে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিনা মূল্যে এই চক্ষু ক্যাম্প ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। অলংকারী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে প্রায় চার শ রোগী সেবা নেন। পুরো ক্যাম্প তত্ত্বাবধায়ন করেন চিকিৎসক মোঃ শামছুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাহসিনা রুশদীর আরও বলেন, 'আমি অনুরোধ জানাব একটি সুষ্ঠু তদন্ত করে ইলিয়াস আলীসহ গুম হওয়া সকলকে বের করতে হবে। এ ছাড়া গুমের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে।'

তাহসিনা রুশদীর বলেন, 'আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্ট। গত ১৭ বছর বিএনপির নেতা-কর্মীদের যে দমন-নিপীড়ন-গুম-হত্যা চালিয়েছে, এরপরও তাদের সঙ্গে কী ভদ্রতা দেখাবেন? তাদের সঙ্গেও সে রকম ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু বিএনপি দল হিসেবে ভদ্র। তাই তাদের মতো বিএনপি এসব করেনি। করবেও না।'

চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্যের ওলহ্যাম বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন। পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন 'নিখোঁজ' বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর জ্যেষ্ঠ ছেলে আবরার ইলিয়াস, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ গৌছ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ লিলু মিয়া।

অনুষ্ঠানে সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ময়নুল হক, অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এমাদ উদ্দিন খান, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের সহসভাপতি মিছবাহ উদ্দিন, সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ শামছুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

জামায়াত আমিরের সমালোচনা করে নাসের রহমানের স্ট্যাটাস, পরে দুঃখ প্রকাশ

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : জামায়াতে ইসলামীর আমিরকে জড়িয়ে সমালোচনা করে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে ও মৌলভীবাজার বিএনপির সাবেক সভাপতি এম নাসের রহমান।

গত শুক্রবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানকে নিয়ে একটি পোস্ট করেন। পোস্টের পরপরই কমেন্টে পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনার ঝড় উঠে। হঠাৎ করেই মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির শীর্ষ নেতার এমন ফেসবুক স্ট্যাটাস জেলাজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পরে পোস্টটি ডিলেট করে দুঃখ প্রকাশ করে পুনরায় পোস্ট করেন নাসের রহমান।

সমালোচনা করে নাসের রহমান লিখেছেন- 'জামাত ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমির ডা. শফিকুর রহমানের আজকাল বক্তব্য শুনলে মনে হয় উনি বুঝি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বনে গেছেন! প্রায় প্রত্যেকদিন উনার বিভিন্ন বয়ান শুনলে তাই তো মনে হয় । এত নসিহত তিনি কেন করছেন বোধগম্য হচ্ছে না। গতকাল উনি বলেছেন যে গত ১৫ বছর জামাত ইসলামীর চেয়ে বেশি নির্যাতিত কোনো দল হয় নাই! এ ধরনের হাস্যকর বক্তব্য উনার কাছ থেকে আশা করা যায় না ! জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীর সংখ্যা কি বিএনপি থেকেও বেশি? বিএনপির যে কয়েক লাখ নেতাকর্মী হাজার হাজার মামলায় আসামি হয়েছে এবং জেল খেটেছে তার ২০ শতাংশের কাছেও কি জামায়াত নেতাকর্মী পতিত আওয়ামী লাগ কর্তৃক হেনস্তা হয়েছে? স্বৈরাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে বিএনপির ১৫ বছরের বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন আর অত্যাচারকে খাটো করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের অবাস্তবিক বক্তব্য দিয়ে উনি দেশবাসীর সহানুভূতি পাওয়ার এক বৃথা চেষ্টা করেছেন!'

তিনি আরও লিখেছেন, 'ডা. শফিকুর যে সহসা নির্বাচন চান না সেটা বেশ পরিষ্কারভাবে দেশবাসী বোঝে এবং কেন সেটা চান না, সেটা বিএনপি ভালো করে বোঝে। কিন্তু উনার খায়েশ অনুযায়ী তো আর দেশের পট পরিবর্তন হবে না। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হচ্ছে বিএনপি এবং বিএনপির দাবি অনুযায়ী

আগামী নির্বাচন যৌক্তিক সময়ের মধ্যে করতে অন্তর্বর্তীনকালীন সরকার বাধ্য হবে। অন্য কোনো দলের সেটা দীর্ঘায়িত করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।'

পোস্টের বিষয়ে এম নাসের রহমান বলেন, আমি এ পোস্টে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। ওইখানে আমির সাহেব একটা কথা বলেছেন যে, সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন ফ্যাসিস্টের সময় জামায়াতে ইসলামী। এ বিষয়টা নিয়ে আমার প্রশ্ন। বিএনপির হাজার হাজার-লাখ লাখ নেতাকর্মী খুন, গুম, মামলা-হামলা নানাভাবে হয়রানি ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। গুম খুনের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বিএনপি। ৬২৬ জন গুম খুন হয়েছে। এদের মধ্যে সাড়ে পাঁচশ বিএনপির নেতাকর্মী। সর্বশেষ আন্দোলনে ৪২২ জন বিএনপির নেতাকর্মী মারা গেছে।

নাসের রহমান বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির সবচেয়ে ক্লোজেস্ট সম্পর্ক যদি কারো থেকে থাকে সেটা ছিল সাইফুর রহমানের সঙ্গে এবং আমারও জামায়াতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কের ঘাটতি নেই। জামায়াতের আমির মৌলভীবাজারী। আমিও মৌলভীবাজারী। উনি আমার মুরুব্বি মানুষ ঠিক আছে। কিন্তু উনি এ কথা বলতে পারেন, সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত জামায়াতে ইসলামী। কে বলছে জামায়াতে ইসলামী বেশি নির্যাতিত হয়েছে গত বছরে? উনার এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ স্টেটমেন্ট দিয়েছি। এ বক্তব্য কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়। জামায়াতের অনেক বড় বড় নেতার সঙ্গে আমার খুব সুহৃদ সম্পর্ক আছে। আব্দুল্লাহ আবু তাহের, মিয়া গোলাম পরওয়ারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আমার। এক সঙ্গে এমপি ছিলাম। তারপর মৌলভীবাজারে জামায়াতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার খুব মধুর সম্পর্ক। আই হ্যাভ নাথিং এগেইনিস্ট জামায়াত।

সিলেটের সাবেক সংসদ সদস্য ইয়াহিয়া গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইয়াহিয়া চৌধুরী ইয়াহিয়াকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এর আগে, গত সোমবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে

র‍্যাব-১ এর সহযোগিতায় র‍্যাব-৯ তাকে গ্রেফতার করে। র‍্যাব-৯ এর মিডিয়া অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মশিউর রহমান সোহেল জানান, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার উপরে হামলার অভিযোগে গত ২ অক্টোবর কোতোয়ালী থানায় মামলা হয় সাবেক এই সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে।

সিলেট কোতোয়ালী থানার ওসি জিয়াউল হক জানান, র‍্যাব মঙ্গলবার ইয়াহিয়া চৌধুরীকে থানায় সোর্পদ করে। পরে তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, ইয়াহিয়া চৌধুরী ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে লাঙল প্রতীক নিয়ে সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই সময় তিনি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে

ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার আগেই আলটিমেটাম

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : সাড়াশি অভিযান শুরুর আগেই অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানালেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের সীমান্ত সুরক্ষাবিষয়ক পরিচালক

টম হম্যান। সোমবার ট্রাম্পের এ নিয়োগের অভিপ্রায় জানার পরই আইসের (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টম হম্যান গণমাধ্যমে বলেন, 'ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা না পেলে ন্যাশনাল গার্ড অথবা সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে। আর যারা নানা দুষ্কর্মে কারাগারে আছেন, তাদের সেখান থেকেই হাতকড়া পরিয়ে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' ২১ জানুয়ারি থেকেই শুরু হবে অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নের এই কর্মসূচি। গত নির্বাচনে ভোটারদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলেও উল্লেখ করেন টম হম্যান। উল্লেখ্য, আইসের পরিচালক হিসেবে প্রেসিডেন্টের এই মনোনয়নে ইউএস সিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। টম হম্যান আরও বলেছেন, নানা অপরাধে জড়িত থাকা অবৈধ অভিবাসীরা ২০ জানুয়ারির পর একমুহূর্তও সুযোগ পাবেন না যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের। তাই এখনই সময় হচ্ছে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার। কারণ, ওই সব অবৈধরা কোথায় রয়েছেন সেটি প্রশাসনের অজানা নয়। সামাজিক ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এসব বিদেশিকে তাড়িয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এমন কঠোর মনোভাব প্রসঙ্গে ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে- তারা ট্রাম্পের কঠোর নীতির আওতায় নন। শুধু তারাই ঝুঁকিতে পড়বেন যাদের স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টে আবেদন নাকচ হয়েছে, এসাইলামের আবেদন নাকচের পর বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়েছে, বে-আইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রমের পর অভিবাসনের মর্যাদা নিতে এখনো কোনো আবেদন করেননি। তাই ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর পন্থা অবলম্বনের আগেই সংশ্লিষ্টদের উচিত হবে অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০-২২ বছর আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত সোয়া কোটি অভিবাসীর মধ্যে লাখখানেক বাংলাদেশিও আছেন। তারাও মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন ট্রাম্পের বহিষ্কারের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বিধান বাতিল হতে চলেছে

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বিধান বাতিল হতে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়ে প্রচলিত আইন বাতিল হতে চলেছে। ফলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন

দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। ৮ নভেম্বর শুক্রবার টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ২০ জানুয়ারি নবনির্বাচিত প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন। ওই দিন থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর করা হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন নির্বাচনে জয় পাওয়া রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার যে বিধান এতদিন প্রচলিত তা তিনি বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছেন। ডোনালড ট্রাম্প ও আগামীর ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের প্রচারাভিযানসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার যে বিধান তা বাতিল করা হবে। এর পরিবর্তে যাদের পিতা বা মাতার কারোর নাগরিকত্ব অথবা দেশটিতে বসবাসের বৈধ অনুমোদন রয়েছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া কোনো শিশু দেশটির নাগরিকত্ব পেতে হলে তার পিতা কিংবা মাতার কোনো একজনের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা বসবাসের বৈধ অনুমোদন থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে অবিলম্বে এ নির্দেশনা পাঠানো হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনসংক্রান্ত আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্ত মার্কিন সংবিধানবিরোধী। ফলে ক্ষমতা গ্রহণের পর এমন সিদ্ধান্ত সত্যিই কার্যকর করা হলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটবে।

ইসরাইলে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন কট্টর ইহুদিপন্থি হাকাবি

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : আরকানসাসের সাবেক গভর্নর এবং রক্ষণশীল রাজনীতিক মাইক হাকাবিকে ইসরাইলের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঘোষণা করেছেন নব নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাম্প। হাকাবি পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে কট্টর সমর্থক। বিশ্বের অনেক দেশ পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন মনে করে, যদিও ইসরাইল এতে বিরোধিতা করে।

মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি ইসরাইলের মানুষ এবং ইসরাইলকে ভালবাসেন এবং একইভাবে ইসরাইলের লোকেরাও তাকে ভালবাসেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মাইক অক্লান্ত পরিশ্রম করবে।

হাকাবি তার ইসরাইলপন্থি দৃঢ় অবস্থানের জন্য পরিচিত এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরাইলি বসতি সম্প্রসারণকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন, যা তাকে আন্তর্জাতিক

রাজনীতিতে একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তিনি জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের সমর্থকও ছিলেন।

যদি ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, হাকাবিকে ইসরাইলে রাষ্ট্রদূত হিসাবে মনোনীত বা নিযুক্ত করা হয়, তবে এটি সম্ভবত মার্কিন কূটনীতিতে ইসরাইলি নীতির ধারাবাহিকতার নির্দেশ। হাকাবির রাষ্ট্রদূত হওয়ার মাধ্যমে, ইসরাইলের বসতি স্থাপন নীতির সমালোচকদের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

এই নিয়োগ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির উপর বৃহত্তর রাজনৈতিক বিভাজনের প্রতিফলন ঘটাবে, যেখানে রক্ষণশীল কণ্ঠস্বর প্রায়ই ইসরাইলের বসতি স্থাপনের অধিকারকে সমর্থন করে।

ফিলিস্তিনির সমস্যা সমাধানে ইসরাইলে প্রয়োজন ছিল উদার ভারসাম্যপূর্ণ মার্কিন নীতি। কিন্তু কট্টরপন্থি হাকাবিকে নিয়োগ দিয়ে পরিস্থিতি আরো জটিল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০১৮ সালে প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে নেন ট্রাম্প। মূলত এর মাধ্যমে জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য বড় পদক্ষেপ হিসেবে ইতিহাসে থেকে যাবে। আর এবার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে আবারও হটকারি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ট্রাম্প। এছাড়া ডোনালড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফকে মনোনীত করছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ফক্স নিউজের উপস্থাপক পিট হেগসেথ পরবর্তী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং তার দীর্ঘদিনের বন্ধু স্টিভেন উইটকফকে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ দূত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

গাজার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের মধ্যেও ইসরাইলে অস্ত্র পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : গাজার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের মধ্যেও ইসরাইলে অস্ত্র পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র

গাজা এবং বৃহত্তর ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মানবিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। ইসরাইলের প্রতি বাস্তুচ্যুত গাজার বাসিন্দাদের জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে জোরালো আহ্বান জানিয়ে আসছে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এবং মার্কিন কংগ্রেসের কিছু সদস্য ।

তবে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, গাজায় মানবিক সংকটের মধ্যেও

ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।বেসামরিক বাসিন্দারা যুদ্ধের কারণে এমনিতেই বিপর্যস্ত, এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণাটি উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে টাইমস অব ইসরাইল।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, ১৩ অক্টোবরের চিঠিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরাইল।

তবে, প্যাটেল উল্লেখ করেছেন ইসরাইল এখনও সমস্ত পদক্ষেপ সম্পূর্ণ করেনি। চিঠিটি ইসরাইলকে নীতি পরিবর্তন করার জন্য এক মাস সময় দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, তারা যদি তা না করে তবে মার্কিন আইন লঙ্ঘন হিসাবে দেখা যেতে পারে। যা বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যকে বাধা দেয়, এমন দেশগুলোতে আক্রমণাত্মক অস্ত্র স্থানান্তরকে বাধা দেয়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন ১৩ অক্টোবরের চিঠিতে লিখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন ৩৫০টি ত্রাণের ট্রাক গাজায় প্রবেশ করতে চায়। ইসরাইলি সামরিক সংস্থার মতে, অক্টোবরের শেষের দিকে এই বছরের অন্য যেকোনো মাসের তুলনায় কম ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে। এতে জানা যায়, দৈনিক গড়ে ৫৭ ট্রাক প্রবেশ করেছে গাজায়। যা একেবারেই অপ্রতুল।

মুখপাত্র প্যাটেল জানিয়েছেন, নভেম্বর ১ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত, মাত্র ৪০৪ ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে।

৪৪ বছর বয়সি উপস্থাপককে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বানাচ্ছেন ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের প্রশাসনে পরবর্তী প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছেন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের উপস্থাপক পিট হেগসেথ। অবশ্য এর আগে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে তার।

ফক্স নিউজে যোগদানের আগে ২০১২ সালে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্য থেকে সিনেট নির্বাচনে লড়েছিলেন ৪৪ বছর বয়সি পিট। কিন্তু তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি।

মঙ্গলবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পিটকে নেতৃত্বে রেখে, আমেরিকার শত্রুরা লক্ষ্যবস্তুতে রয়েছে - আমাদের সামরিক বাহিনী আবার দুর্দান্ত হবে এবং আমেরিকা কখনই পিছিয়ে পড়বে না'।

'কেউ সৈন্যদের জন্য কঠিন লড়াই করে না, এবং পিট আমাদের "শক্তির মাধ্যমে শান্তি" নীতির একজন সাহসী এবং দেশপ্রেমিক চ্যাম্পিয়ন হবেন।'

এছাড়া ডোনালড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফকে মনোনীত করছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আরকানসাসের সাবেক গভর্নর মাইক হাকাবিকে ইসরাইলে রাষ্ট্রদূত এবং তার দীর্ঘদিনের বন্ধু স্টিভেন উইটকফকে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ দূত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

'শক্তির মাধ্যমে শান্তি অর্জন', কী আছে এই নীতিতে?

শক্তির মাধ্যমে শান্তি অর্জন, এটি এমন নীতি যেখানে প্রতিরক্ষা ক্ষমতা এবং সামরিক প্রস্তুতি সংঘাত প্রতিরোধ করবে। কারণ সম্ভাব্য প্রতিপক্ষরা এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকে, যারা নিজেকে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারে।

এই ধারণাটি মনে করে, শক্তি প্রদর্শন অন্যদের বোঝানোর মাধ্যমে সংঘর্ষ এড়াতে পারে, এটি এমন বার্তা দেয় যে কোনও আগ্রাসনের গুরুতর পরিণতি ঘটাবে।

মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনালড রিগানের এটিকে তার পররাষ্ট্র নীতির একটি মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে হুমকি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতার নিছক শক্তির মাধ্যমে শান্তির প্রচার করবে।

জুমার দিনের সুন্নত আমল

মোঃ মাসুদ চৌধুরী

মিসওয়াক করা : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের সঙ্গে তাদের মিসওয়াক করার হুকুম করতাম (বুখারি : ৮৮৭)।

সূরা কাহাফ পড়া : হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়বে তা দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ে তার জন্য আলোকিত হয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরার শেষ ১০ আয়াত পাঠ করবে অতঃপর দাজ্জাল বের হলে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যে ব্যক্তি ওজুর পর উক্ত আয়াতগুলো পড়বে তার নাম একটি চিঠিতে লেখা হবে। অতঃপর তাতে সিল দেওয়া হবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙা হবে না।' (তারগিব ১৪৭৩, আল মুসতাদরাক ২/৩৯৯)।

দরুদ শরিফ পড়া : হজরত আউস বিন আবি আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এ দিনে আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এ দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এ দিনে সবাইকে বেহুঁশ করা হবে। অতএব, তোমরা এ দিনে আমার ওপর বেশি পরিমাণ দরুদ পড়। কারণ জুমার দিনে তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।' সাহাবারা বললেন, আমাদের দরুদ আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনার দেহ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ জমিনের জন্য আমার দেহের ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।' (আবু দাউদ ১০৪৭)।

মসজিদে আগে যাওয়া : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবাত গোসলের মতো গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানি করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভি কুরবানি করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। পরে ইমাম যখন খুতবা দেওয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকা জিকর শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। (বুখারি : ৮৮১; মুসলিম ৭/২, হা. ৮৫০, আহমাদ ৯৯৩৩) (আধুনিক প্রকাশনী : ৮৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৩৭)।

গোসল ও সুগন্ধি /তেল ব্যবহার :

সালমান ফারসি (রা.) বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দুজন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারি : ৮৮৩, ৯১০)। (আধুনিক প্রকাশনী : ৮৩২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৩৯)। অন্য একটি হাদিস আমর ইবনু সুলাইম আনসারি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সা'ঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, জুমার দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে (বুখারি : ৮৮০)।

খুতবা শোনা : আবু সা'ঈদ খুদরি (রা.) বলেন, নবি (সা.) একদা মিম্বারের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারদিকে (মুখ করে) বসলাম। (বুখারি : ৯২১, ১৪৬৫, ২৮৪২, ৬৪২৭; আধুনিক প্রকাশনী : ৮৬৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৭৫)। অন্য একটি হাদিসে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেন, জুমার দিন মসজিদের দরজায় মালাইকা অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার আগে সে আসে ওই ব্যক্তির মতো যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানি করে। অতঃপর যে আসে সে ওই ব্যক্তির মতো যে একটি গাভি কুরবানি করে, অতঃপর মেষ কুরবানি করার মতো। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগি দানকারীর মতো। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর মতো। অতঃপর ইমাম যখন বের হন তখন মালাইকা তাদের খাতা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগসহকারে খুতবাহ শ্রবণ করতে থাকে। (বুখারি : ৯২১, ৯২৯, ৩২১১; আধুনিক প্রকাশনী : ৮৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ৮৮২)।

জুমার দিন মুসলমানের জন্য এক কল্যাণকর এবং নেয়ামতের দিন। এর ফজিলত লিখে শেষ করা যাবে না। আল্লাহতায়ালা আমাদের জুমার দিনে ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ্ আমাদের সবার প্রতি সহায় হোন।

মুসলিম দেশে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি, মানুষ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে সে কোনো ধর্ম গ্রহণ না করেও থাকতে পারবে। এতে তাকে কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারবে না। ইসলাম একদিকে যেমন মানুষকে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে, অন্যদিকে যে কোনো মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করারও অধিকার দিয়েছে। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে কাউকে ধর্মে প্রবেশ করান অবৈধ ঘোষণা করেছে। মদিনার আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তির দুই পুত্র রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের আগে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পুত্রদ্বয় যখন মদিনায় আগমন করে, তখন তাদের পিতা তাদের বলপ্রয়োগ করে ইসলামে প্রবেশ করাতে চাইলে, তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে। তখন আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে আয়াত নাজিল হয়, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। কেননা ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।' (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-২৫৬)।

আরব পৌত্তলিকদের মহানবি (সা.)-এর প্রতি চরম নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে শক্তি প্রদর্শনের কোনো পন্থাই অবলম্বন করেননি। কেননা তিনি নিজের ও অন্যদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। যেমন-আল্লাহ নবি (সা.) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে নবি! আপনি মুশরিকদের বলে দিন, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।' (সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত নং-৭)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবি! আপনি পরিষ্কার বলে দিন, এই হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় সে তা গ্রহণ করুক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি (অস্বীকারকারী) জালিমদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত রেখেছি।' (সূরা আল-কাহাফ, আয়াত নং-২৯)।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ইমান গ্রহণ বা কুফরি করা মানুষের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মানুষের এ ইচ্ছা মহান আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহতায়ালা সব বিষয় ও বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার কৃতকর্মের কারণেই পাপ-পুণ্যের অধিকারী হবে। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ যে ধর্ম সত্য, তাতে দলভুক্ত করতে জোর-জবরদস্তি করতে হয় না। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমেই অন্যান্য ধর্মালম্বীদের মন জয় করতে পারে। কেননা হক বাতিল হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান। সুতরাং শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কী?

বাক-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন মানুষের মর্যাদার জন্য অপরিহার্য, তেমনি তা কোনো আদর্শ প্রচারের জন্যও অপরিহার্য। ইসলামের মতো একটি জীবনাদর্শের পক্ষে বাক-স্বাধীনতা ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বস্তুত ইসলাম এ নীতিকে এমন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, যা পৃথিবীতে অন্য কোনো মতাদর্শে বা ধর্মে দেখা যায় না। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য শক্তি প্রয়োগের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। ইসলাম এ ধরনের কার্যক্রমকে আদৌ সমর্থন করে না। বরং পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়।' (সূরা আন-নাহল, আয়াত নং-১২৫)।

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ও পর্বগুলো পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। অবশ্য এটা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সীমার মধ্যে হতে হবে। এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের সব ধরনের লেনদেন ও কাজ-কারবারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অমুসলিমদের কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া যাবে না।

অমুসলিমদের ওপর ইসলামের বদান্যতার উদাহরণের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় যে, যদি কোনো মুসলমানের স্ত্রী খ্রিষ্টান বা ইহুদি হয়, তবে মুসলমান স্বামী ওই স্ত্রীকে তাদের গির্জায় যেতে নিষেধ করতে পারবে না। বরং বিনা দ্বিধায় তাকে তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। এছাড়া মুসলমানদের খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের শূকর বধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের মদের পাত্রও ভেঙে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানে অভ্যস্ত। অনুরূপভাবে ইসলাম অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে।

ইসলামে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত ঘটনাটি অতি চমকপ্রদ-একদা নজরান গোত্রীয় খ্রিষ্টানদের একদল দূত রাসূল (সা.)-এর কাছে আগমন করে। তারা আসরের নামাজের পর মসজিদে নববিতে প্রবেশ করে। তখন তাদের উপাসনার সময় উপস্থিত হয়। তারা উপাসনার জন্য দণ্ডায়মান হলে, কতিপয় মুসলমান তাদের বাধা প্রদানের চেষ্টা করলে রাসূল (সা.) তাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন, তাদেরকে তাদের উপাসনা করতে দাও। এরপর তারা পূর্বমুখী হয়ে তাদের উপাসনা সম্পন্ন করল।

আলহামদুলিল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলার বিধান

শাহাদাত হোসাইন

হাল-জামানায় কিছু মানুষকে স্পষ্ট হারাম বিষয়ে সফলতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলতে শোনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো গায়কের গান খুব ভালো চলছে। ইউটিউব, ফেসবুকে আর টিকটকে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। অল্প দিনে অনেক মানুষ সেটা শুনেছে। এটার জন্য তাকে প্রেস ব্রিফিংয়ে গর্বের সাথে বলতে শোনা যায়, আলহামদুলিল্লাহ আমি সফল হয়েছি। শেষে এই কাজ যেন চালিয়ে যেতে পারেন সেই জন্য দোয়াও চায়। আবার অনেককে ভবিষ্যতে গোনাহের কাজ করার ইচ্ছায় ইনশাআল্লাহ বলতে শোনা যায়। যেমন কারো ভবিষ্যতে সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা আছে। সে ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি গর্বের সাথে বলেন, ইনশাআল্লাহ! সামনে আমরা এই সিনেমা নিয়ে কাজ করব। প্রশ্ন হচ্ছে, গোনাহের কাজের সফলতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ কিংবা ভবিষ্যতে গোনাহের কাজ করার ইচ্ছায় ইনশাআল্লাহ! বলার হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্যই বা কী?

ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি বলার ক্ষেত্র

একজন মুসলিম হিসেবে আমার জেনে রাখা উচিত কোথায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে আর কোথায় ইনশাআল্লাহ। কখন কোথায় সুবহানাল্লাহ আর আল্লাহু আকবার বলব সেটাও জেনে রাখা উচিত। এটা ঈমানি দায়িত্বও বটে। কোনো কাজ সুচারুরূপে সংঘটিত হয়েছে। ইসলাম তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলে। যার অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহর। ভবিষ্যতে ভালো কোনো কাজ করার মানসে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ইনশাআল্লাহ বলা ইসলামিক বিধান। আশ্চর্য কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে। অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তার জন্য সুবহানাল্লাহ বলতে হয়। আর আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় এমন কাজের জন্য আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহ মহান বলতে হয়।

বে-ঈমান হওয়ার সমূহ আশঙ্কা!

আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি ইসলামিক পরিভাষা। এগুলো কেবল উচ্চারণসর্বস্ব কোনো পরিভাষা নয়। বরং এ সব বাক্য ইসলামের শেয়ার। ইসলামের নিদর্শন। এগুলোর সম্মান করা মোমেনের চিহ্ন ও আলামত। অন্তরের তাকওয়ার বিষয়। সুরা হজে আল্লাহ বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করবে সেটা তার হৃদয়ের তাকওয়া প্রসূত (৩২)। ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোর অসম্মান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা। স্পষ্ট গোনাহের কাজ। যা ঈমান পরিপন্থী বিষয়। এর কারণে ব্যক্তি ঈমানহারা হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৫	৫:৩৫	৭:১৬	১১:৫০	২:২৩	৪:১৪	৫:৪৭
শনিবার	১৬	৫:৩৬	৭:১৮	১১:৫১	২:২২	৪:১২	৫:৪৫
রবিবার	১৭	৫:৩৮	৭:২০	১১:৫১	২:২১	৪:১১	৫:৪৫
সোমবার	১৮	৫:৩৯	৭:২১	১১:৫১	২:২০	৪:১০	৫:৪৪
মঙ্গলবার	১৯	৫:৪১	৭:২৩	১১:৫১	২:১৯	৪:০৯	৫:৪৩
বুধবার	২০	৫:৪৩	৭:২৫	১১:৫১	২:১৮	৪:০৮	৫:৪২
বৃহস্পতিবার	২১	৫:৪৪	৭:২৬	১১:৫২	২:১৭	৪:০৬	৫:৪১

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের জন্য কী বার্তা দেয়?

একেএম শামসুদ্দিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লাগাতার তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম ও তৃতীয় দফায় নির্বাচিত হয়ে ডোনালড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন, মার্কিন ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা না হলেও বিরল নয়। ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হয়েও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়লেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের এ জয় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেক হিসাবকেই ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার জরিপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা গেল না। বেপরোয়া স্বভাব, দুর্নীতি, অপকর্ম ও একাধিক ফৌজদারি মামলায় জড়িত হয়ে ভোটের আগে এক ধরনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল ট্রাম্পের। নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারলে, হয়তো জেলে যেতে হতো তাকে। মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা তো দিতে হতোই। কিন্তু তার এ অনবদ্য প্রত্যাবর্তন সবকিছু কাটিয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে হয়। ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্প ইলেকটোরাল কলেজ ভোট এবং পপুলার ভোট উভয় ক্ষেত্রেই ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের রানিংমেট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ব্যাপক হারে হারিয়ে দিয়েছেন।

ডোনালড ট্রাম্প অশ্লীল ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত। এ বিষয়টি সাধারণ মানুষ কখনো ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তারপরও এবার তারা ট্রাম্পের এ বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রেখে ভোট দিয়েছেন। নানা বিশ্লেষণে উঠে এসেছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিপাবলিকানরা বেশি জোর দিয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি, অভিবাসন সমস্যা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি। কমলা হ্যারিসের মূল লক্ষ্য ছিল, স্প্যানিশভাষী ল্যাটিনোজ, আফ্রিকান-আমেরিকান, মহিলা, কলেজশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ যুবসমাজ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের সমর্থন পাওয়া। কিন্তু শেষ চারটি ক্ষেত্রেই কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্রে এবারের নির্বাচনে অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। গ্রামীণ ভোটারদের বড় অংশ চিরাচরিতভাবে রিপাবলিকান দলের সমর্থক। শহরের শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণি সাধারণভাবে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের ভোট দেন। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত অনেক ডেমোক্র্যাট ভোটার ট্রাম্পকে অপছন্দ করলেও এবার শেষ মুহূর্তে তার প্রতি আস্থা রেখেছেন। অনেক ডেমোক্র্যাট সমর্থক আবার বুথমুখো হননি। 'দোদুল্যমান' অঙ্গরাজ্যগুলোর ভোটও এবার ট্রাম্পের পক্ষেই গেছে।

ডোনালড ট্রাম্পের এ বিজয়ে বিশ্বনেতাদের তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া না জানা গেলেও ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম হয়েছেন। নির্বাচনে ট্রাম্পের বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পরপরই তিনি শুভকামনা ব্যক্ত করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। চীন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরাও তাদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। ট্রাম্প আবারও ফিরে আসায় ইউরোপীয় দেশের নেতারা খুব বেশি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ন্যাটোসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সে বিচারে ট্রাম্পের ফিরে আসা তাদের জন্য স্বস্তির না-ও হতে পারে। তবে ইসরাইলে ট্রাম্পের বিজয়োৎসব পালিত হয়েছে। ট্রাম্পের এ প্রত্যাবর্তন বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য যে বার্তা দিচ্ছে, বাংলাদেশের জন্যও তা প্রযোজ্য। নতুন মেয়াদে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কতটুকু মান্য করেন, তার ওপর নির্ভর করছে আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের পথচলা কেমন হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ কম ছিল না। বিশেষ করে বাংলাদেশের পটপরিবর্তনের ফলে এ আগ্রহের মাত্রা যেন আরও বেশি ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ডোনালড ট্রাম্প কী নীতি গ্রহণ করেন, তা এখন দেখার বিষয়। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যাকেই সমর্থন দিক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলাকালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা প্রকাশ্যেই ডোনালড ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন। বাংলাদেশের সেন্টমার্টিনে সামরিক ঘাঁটি করবে বলে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা এতদিন বিষোদগার করে এসেছেন, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি পেতেই এখন তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ৫ আগস্ট পালিয়ে যাওয়ার পরও তিনি তার পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে সেন্টমার্টিন প্রসঙ্গ টেনে যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ১ নভেম্বর থেকে নিউইয়র্কে অবস্থান করার সুবাদে পরিচিত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাঙালি কমিউনিটিতে ট্রাম্পের পক্ষে ভোট চাইতে দেখেছি। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত বন্ধু আওয়ামী লীগের দু-একজন নেতার সঙ্গেও এ বিষয় নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারাভিযান ও ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নেত্রীর নির্দেশ আছে বলে তারা আমাকে জানিয়েছেন। যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এত বিদ্বেষ, সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আপনার নেত্রীর এত আগ্রহের কারণ কী, জিজ্ঞেস করতেই এক বন্ধু জানালেন, 'ডেমোক্র্যাটের সঙ্গে ড. ইউনূসের বরাবরই ভালো সম্পর্ক, বিশেষ করে বিল ক্লিনটন ও হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে ড. ইউনূসের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। গত নির্বাচনে ইউনূস সাহেব সরাসরি ডেমোক্র্যাটদের সাপোর্ট দিয়েছিলেন। আমাদের নেত্রী চেষ্টা করছেন, এ ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে যদি ট্রাম্পের কাছাকাছি আসা যায়। এর জন্য তো কিছু কাজ করে দেখাতে হবে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের জন্য নেত্রীর নির্দেশ, ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ট্রাম্প যদি জিতে আসেন, তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য ভালোই হবে।'

অতঃপর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী শিবিরে উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যেতে দেখেছি। এমনকি বাংলাদেশে অনেককেই নিজ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে ট্রাম্পের বিজয়োৎসব উদযাপন করতে দেখা গেছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে আবারও দেখা হলে, আমি আমার বন্ধুটিকে অভিনন্দন জানিয়ে একই প্রসঙ্গ টেনে জিজ্ঞেস করি, ট্রাম্প তো ক্ষমতায় ফিরে আসছে। এখন আপনারা কী করবেন? উত্তরে তিনি বললেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করা এবং গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমরা কাজ করব। আমি তাকে প্রশ্ন করি, আপনি তো এ দেশের নাগরিক। আপনি ভালো করেই জানেন, ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। আপনি কী মনে করেন, আপনার নেত্রী যে আশা করছেন ট্রাম্প তা করবেন? আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন, এ কথা অবশ্য ঠিক, তবে ট্রাম্প বলে কথা। তিনি প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক অনেক ক্ষমতাই মিসইউজ করেছেন। এসব তার জন্য কিছু নয়। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প শুধু দাপটের সঙ্গেই হোয়াইট হাউসে ফিরছেন না, তার রিপাবলিকান দল সিনেটে ও প্রতিনিধি পরিষদে আধিপত্য ফিরে পেয়েছে। সাধারণত সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে প্রেসিডেন্টের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। যে কোনো নীতি বাস্তবায়ন, আইন পাশ করতে সমস্যা হয় না। একবার যদি ট্রাম্পকে 'ফিট' করা যায়, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধাই হবে। আমি 'ফিট' বলতে কী বুঝিয়েছেন জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, বিল ও হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে ড. ইউনূসের ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। ট্রাম্পের সঙ্গে আমাদের নেত্রীর যদি অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, মন্দ কী! একটু দম নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মনে করেন এ দেশে, ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে ড. ইউনূসের সঙ্গে আপনার নেত্রীর তুলনা চলে? বন্ধুটি উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। তিনি যাতে অস্বস্তিতে না ভোগেন, তাই দ্রুত অন্য প্রশ্নে চলে যাই। প্রশ্ন করি, ট্রাম্পের কাছাকাছি হওয়ার ব্যাপারটি ঘটবে কী করে? বন্ধুটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ডোনা ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সম্পর্ক। শেখ হাসিনা তো এখন মোদির সন্নিকটেই আছেন। সেদিক দিয়েও চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, আপনি যা বলছেন, আপনার দলের অন্যদেরও একই ধারণা? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার তো তাই মনে হয়।' আমি আর কথা না বাড়িয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায় নেওয়ার সময় আমার বন্ধুটি অনুরোধ করে বলেন, এ বিষয়ে তার নাম যেন প্রকাশ না করি; প্রকাশ পেলে তার বিপদ হতে পারে।

বাংলাদেশে সফল গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটানো যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা। অপরদিকে আওয়ামী লীগ এতদিন যে গণতন্ত্রের কথা বলে এসেছে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে খুব বেশি উৎসাহিত নয়, তা বোঝা গেছে। কাজেই ভারতের কথায়, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ফর্মুলার কোনো গণতন্ত্রের উত্তরণ হোক, তা ট্রাম্পও চাইবে না। সুতরাং বাংলাদেশ আবার অস্থিতিশীল হোক, সেটা সম্ভবত ট্রাম্প প্রশাসনেরও কাম্য নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের বৈশ্বিক একটা ইমেজ আছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট দল ছাড়াও মূলধারার থিংকট্যাংক, একাডেমিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ড. ইউনূসের রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক, যারা বাংলাদেশ বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে যথেষ্ট গাইড করেন। সাবেক ও বর্তমান অনেক রিপাবলিকান সিনেটর আছেন, যারা ড. ইউনূসের ভক্ত। তারাও ডোনালড ট্রাম্পকে ভালো পরামর্শ দেবেন আশা করা যায়। কাজেই ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে যেভাবে তছনছ করে গেছে, তার যথাযথ সংস্কার করে ড. ইউনূস যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন, তাহলে কোনো পক্ষ থেকেই কোনো হস্তক্ষেপ হবে বলে মনে হয় না।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

নির্বাচন কমিশন যেন ফ্রাঙ্কেস্টাইন না হয়

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

কর্মজীবনের শুরুতে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকে সামলাতে হয়েছে দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলের একটি মামলাবহুল ফৌজদারি আদালতের উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। চাকরির শুরুটা হয়েছিল পাহাড়ে। মামলা পরিচালনার বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন না করেই বদলি হলাম দ্বীপাঞ্চলে, আদালতে উপচে পড়া মামলা। সহায় হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি দিনদশেক আমার সঙ্গে এজলাসে বসে হাতেকলমে ম্যাজিস্ট্রেসি শেখান। তাঁর সহায়তা তো আর দীর্ঘদিন হতে পারে না। এরপর এককভাবে আদালত পরিচালনা।

আমার কোনো আদেশ জজকোর্টে আপিল হলে মন খারাপ হয়। এত কষ্ট করে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আদেশ দিলাম, তারপরও আপিল! আবার অগ্রজের ভূমিকায় এলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি বললেন, জজকোর্টে আপনার আদেশ খারিজ হয়ে গেলেও হাইকোর্টে বহাল থাকতে পারে, সুপ্রিম কোর্টে হতে পারে ভিন্নতর আদেশ। প্রিভি কাউন্সিল থাকলে সেখানেও ভিন্ন আদেশ হতে পারত; সে আদেশ আপনার আদেশের পক্ষেও থাকতে পারত, বিপক্ষেও থাকতে পারত। আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের মাধ্যমে বিচারিক আদালতের আদেশের নৈপুণ্য বাড়ে, আদেশ পরিশীলিত হয়। শুধু মনে রাখবেন আপনি আদেশ দেওয়ার সময় সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন কিনা, আপনার বিবেক অনুযায়ী ন্যায়বিচার করেছেন কিনা! এরপর থেকে আদেশের আপিল হলে উচ্চ আদালতের আদেশ দেখার জন্য উদগ্রীব থাকতাম আমার আদেশের ন্যায্যতা নিয়ে।

কোনো আদেশদাতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য করার কারণ নেই। কাউকে যদি বলা হয়, তাঁর আদেশের কোনো চ্যালেঞ্জ হবে না তাহলে আদেশদাতা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন বটে, তবে নাগরিক হয়ে পড়বেন অসহায়। গত ২ নভেম্বর পত্রিকান্তরে অন্তর্বর্তী সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্বাচন সংস্কারবিষয়ক সুচিন্তিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দেশে যে কয়টি ভালো নির্বাচন হয়েছে বলে ধারণা প্রচলিত, তার একটি ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচন। যে কমিশনের অধীনে নির্বাচনটি হয়েছিল, তিনি সেটির সদস্য ছিলেন। ফলে তাঁর মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এম সাখাওয়াত হোসেন নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি প্রস্তাবের পাশাপাশি সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে 'নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পর থেকে গেজেট প্রজ্ঞাপিত না হওয়া পর্যন্ত আদালত নির্বাচনী বিষয়ে কোনো ধরনের মামলা গ্রহণ করিবে না' সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'অতীত অভিজ্ঞতায় অনেক ক্ষেত্রে কমিশনকে বিব্রত ও প্রশাসনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে মনোনয়নপত্র বাছাই ও বাতিলের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে বহু মামলায় অন্তর্বর্তী রায়েও বাতিলকৃত নমিনেশন গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এ ধরনের রায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনে গৌরবময় কর্মকালের আবেগ ড. হোসেনকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর আগের তীর্থক্ষেত্রকে অধিকতর শক্তিশালী করার বাসনাকে জাগ্রত করতে। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হোক–এ বাসনা সমগ্র জাতির। সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদের গ উপ-অনুচ্ছেদের বয়ানু'কোন আদালত, নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না'নির্বাচন কমিশন ও আদালত উভয়কেই মর্যাদাবান করেছে।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হলে বা কাজের কোনো জবাবদিহির অবকাশ না রাখলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান ফ্রাঙ্কেস্টাইনে পরিণত হতে পারে। অতীতে নির্বাচন কমিশন যাদের প্রার্থিতা বাতিল করেছে, অনেকেই আদালতের রায়ে প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে জনতা জনার্দনের রায়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে এইচএম এরশাদের পাঁচটি আসনেরই প্রার্থিতা বাতিল হলে হাইকোর্টের আদেশে তিনি প্রার্থিতা ফিরে পান এবং পাঁচটি আসনেই নির্বাচিত হন। নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পর বিশেষ করে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরে নির্বাচন কমিশনের ওপর আদালতের কর্তৃত্ব খর্ব করা হলে কমিশন ভুল করবে না, সেই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? বরং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৫(গ)-ই নির্বাচন কমিশন ও সাধারণ নাগরিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে।

নির্বাচনের অতীত তপশিলগুলো থেকে দেখা যায়, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত কমবেশি তিন সপ্তাহ সময় থাকে। নির্বাচন কমিশন কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করলে আদালতের আশ্রয় লাভ ও আদেশ পেয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীর হাতে যেমন কম সময় থাকে, তেমনি নির্বাচন কমিশনকেও ব্যালট পেপার পুনর্মুদ্রণ, কেন্দ্রে প্রেরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময়স্বল্পতায় ঝামেলায় পড়তে হয়। বরং এই তিন সপ্তাহ সময়টিকে কমপক্ষে পাঁচ সপ্তাহে বৃদ্ধি করা হলে এবং আদালতের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কোনো সমঝোতা হলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দুই সপ্তাহ আগেই আদালত সব আপত্তি নিষপত্তি করলে সব কূলই রক্ষা পায়। সে ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১২৫(গ)-এর বর্তমান পাঠের পর 'এবং আদালত ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পূর্বে সকল আপত্তির নিষপত্তি করিবেন' বাক্যাংশটুকু যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনকে কথিত প্রশাসনিক সমস্যা থেকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তপশিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার নামে ফ্রাঙ্কেস্টাইনে পরিণত করা যাবে না। আখেরে কোনো ফ্রাঙ্কেস্টাইনই শুভ হয় না।

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী: অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

সবার সন্তান হয়ে ওঠা শিশু মুনতাহাকে কেন বাঁচানো যায় না

রাফসান গালিব

গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঢুকলে একটা শিশুর ছবি বারবার সামনে আসছিল। ঠোঁটে লাল রঙের লিপস্টিক। মুখে একরাশ হাসি। মায়াবী চোখজোড়া অপলক তাকিয়ে আছে। পরনে বেগুনি রঙের জামা। ফুটফুটে সুন্দর শিশু মুনতাহা আক্তারের এই ছবি গত কয়েকদিনে অসংখ্যবার দেখা হয়ে গেছে আমাদের।

পাঁচ বছর বয়সী এ শিশুর খোঁজ চায় সবাই। আহারে কোথায় হারাল বাচ্চাটা? প্রতিদিন কত বাচ্চা হারিয়ে যায়, আবার ফিরেও পাওয়া যায়–তেমনই কোনো ঘটনাই মনে হচ্ছিল। ফলে ময়মনসিংহে কোনো স্টেশনে শুয়ে থাকা কোনো বাচ্চাকে মুনতাহার মতো মনে হয়, তাও ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। সবার মধ্যে একটি আশা সঞ্চার হলেও তা আর সত্য হয় না।

একেকটা দিন যায় মুনতাহা হয়ে ওঠে সবার বাচ্চা। আদরের সন্তানের খোঁজে সবাই যেন হয়ে ওঠেন মুনতাহার পাগলপারা মা-বাবা। ফলে মুনতাহার সন্ধান দিতে পারলে একেকজন থেকে আসে পুরস্কারের ঘোষণা। কেউ ঘোষণা দেন, স্বর্ণের চেইন উপহার দেয়া হবে, কেউ লাখ টাকা, কেউ দশ হাজার টাকা, কেউ দেবেন চাকরি।

সামাজিক একাত্মতার কী অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ। সবারই একটি আশা, মুনতাহা ফিরে আসুক। কিন্তু সে ফিরে আসলেও যেভাবে এসেছে, তা সবাইকে স্তব্ধই করে দেয়। গোটা দেশের মানুষ মুনতাহার সন্ধান করে বেড়ালেও বাড়ির পাশের ডোবায় তার লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল।

মুনতাহার বাড়ি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বীরদল ভাড়ারিফৌদ গ্রামে। এক ওয়াজ মাহফিল থেকে ৩ নভেম্বর সকালে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে সে বাইরে খেলতে যায়। পরে আর খোঁজ মেলেনি। শিশুটি নিখোঁজের পর থেকে পরিবার দাবি করে আসছিল, পরিকল্পিতভাবে মুনতাহাকে অপহরণ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় সন্দেহভাজন এক তরুণীকে আটক করা হয়, যিনি মুনতাহাকে প্রাইভেটও পড়াতেন। তখন ওই তরুণীর মা ঘটনাকে অন্য রূপ দিতে লাশ ডোবা থেকে তুলে রোববার ভোরে (১০ নভেম্বর) শিশুটির বাড়ির পাশে একটি পুকুরে ফেলে আসতে যান। তবে পথে স্থানীয় লোকজনের হাতে আটক হন ওই নারী। সেসময় উদ্ধার হয় মুনতাহার মরদেহ। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ লোকজন ওই নারীর বাড়ি ভাঙচুর করে তাতে আগুন দেন। পরে এসে পুলিশ তাঁদের নিবৃত্ত করে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো বিরোধে মুনতাহাকে হত্যা করা হয়েছে। বড়দের বিবাদে প্রতিশোধের বলি হতে হলো একটি শিশুকে। আমাদের সন্তানেরা কতভাবেই না নিরাপত্তাহীন!

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত আমাদের নীতি-নৈতিকতার কথা শোনান। সরকারের ব্যক্তিবর্গ শোনান আইন ও বিচারের কথা। তবু কেন রাজনের পর রাকিব, রাকিবের পর আয়াত, আয়াতের পর মুনতাহাদের লাশ আমাদের দেখতে হয়? আর কত শিশুকে এভাবে 'প্রতীক' হয়ে ওঠতে হবে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার জানান দিতে?

ভোর বেলায় দূরপাল্লার বাসে করে ঢাকায় প্রবেশ করছিলাম। তখন মাত্র আলো ফুটেছে চারদিকে। ঘুমঘুম ভাবটাও কাটা শুরু করল। ১০ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবসকে ঘিরে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কর্মসূচির ঘোষণা আর ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মোকাবিলায় ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের ডাক, এ নিয়ে নানা উত্তেজনা ছড়িয়েছে গত সন্ধ্যা থেকে। পরিস্থিতি কী বোঝার জন্য ফেসবুকে ঢোকা হলো। টাইমলাইনজুড়ে তখনও মুনতাহার ছবি। এড়িয়ে যেতে চাইলাম, কারণ পাঁচ দিনেও যেহেতু খোঁজ পাওয়া যায়নি, খারাপ কিছু ঘটার শঙ্কাও বাড়ছিল। সেটিই সত্য হলো। স্বাভাবিকভাবে মনটা বিষাদময় হয়ে গেল। নতুন একটা দিন শুরু হলো ফুলের মতো একটা শিশুর নির্মম মৃত্যুর খবরের স্বাক্ষী হয়ে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখছিলাম, এক সন্তান হারানোর বেদনায় শত শত মা-বাবার মন কেঁদে ওঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই যে কারও প্রশ্ন জাগে খুন, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নিপীড়ন, শিশু নির্যাতন, অপহরণ–সমাজকে এসব অপরাধমুক্ত করতে যে আইনি শাসন দরকার, বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকা দরকার, তা কি কখনো ছিল এ দেশে?

গত এক যুগে পরিস্থিতি ছিল আরও শোচণীয়। তখন ছিল পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চরম ক্ষমতাচর্চার নামে আস্ফালন, আর এখন 'ক্ষমতাহীন', তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি আস্থাহীন। আর বিচার ব্যবস্থার কথা কী বলব? ফলে গণতন্ত্র বা ডেমোক্র্যাসির জায়গায় এখন চলে এসেছে মবোক্র্যাসি বা মবের মুল্লুক নামে শব্দবন্ধ। সামাজিক অপরাধ মোকাবিলায় মানুষ নিজেই হয়ে যাচ্ছে অপরাধী। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বা অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণ দূর অস্তই থেকে যায়।

বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুসারে, জানুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত ১৩৯ জন শিশু হত্যার শিকার হয়, নির্যাতনের শিকার ১৮৬ জন; এপ্রিল-জুন পর্যন্ত হত্যার শিকার ১০০ জন, নির্যাতনের শিকার ২০৬ জন; জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হত্যার ২১৫ জন, নির্যাতনের শিকার ১২৯ জন। শেষ তিন মাসে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত হয় ১২৬ শিশু-কিশোর। ধর্ষণের শিকার মেয়ে ও ছেলে শিশুর সংখ্যা প্রতি ত্রৈমাসিকে অর্ধশতাধিক। এ পরিসংখ্যান বলছে মুনতাহা আসলে একজন নয়। অসংখ্য মুনতাহা মানুষের নির্মম ও নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে, যাদের নামও আমরা জানছি না, জানলেও মনে রাখছি না। মুনতাহা আসলে এসব শিশুরই প্রতীকি নাম হয়ে ওঠে।

দুই বছর আগে এমনই এক প্রতীকি নাম হয়ে ওঠেছিল শিশু আয়াত। চট্টগ্রামে এ শিশু দশ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর জানা যায় মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করার পর তাকে হত্যা করে লাশ ছয় টুকরো করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল প্রতিবেশী এক যুবক।

তাঁরও আগে সিলেটের শিশু রাজন হত্যা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাকে হত্যার ভিডিওর দৃশ্য আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও শিরোনাম হয়েছিল। সিলেটের পৈশাচিকভাবে আরেকটা শিশু হত্যার ঘটনা কোনোভাবে ভুলবার নয়। ওয়ার্কশপে মোটরসাইকেলে হাওয়া দেয়া কমপ্রেসার মেশিনের মাধ্যমে মলদ্বারে হাওয়া ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছিল শিশু রাকিবকে।

সীমান্তহত্যায় কত কত মানুষ মারা গেল আমরা মনে রাখি ফেলানী খাতুন বা স্বর্ণা দাশের নাম। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রতি বছর কয়েক শ শিশু মারা যায়। তার মধ্যে আমরা মনে রাখি সিরীয় শরণার্থী শিশু আয়লান কুর্দির কথা। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় হাজার হাজার শিশু নিহত হলো। আমরা মনে রাখতে পারি গুটি কয়েকের নাম, যার মধ্যে আছে দশ বছর বয়সী রাশা, যে কীনা মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যায়–তার খেলনা, পুতির মালা কাকে কাকে ভাগ করে দিতে হবে। তাদের মাধ্যমে আমরা পড়ে নিই আসলে নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতার শিকার তামাম শিশুর করুণ গল্প। যেসব গল্পের মাধ্যমে তারা আমাদের মধ্যে আজীবন জিন্দা থেকে যায়।

মুনতাহাও এ দেশের নির্যাতনের শিকার তামাম শিশুর কথাই বলে গেল যেন। রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক বিবিধ পটপরিবর্তন ও উত্তেজনার ভেতর তাদের নির্মম গল্পগুলো হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেটিই যেন মনে করিয়ে দিল মুনতাহা আমাদের।

রিয়া গোপ, আব্দুল আহাদ, জাবির ইব্রাহিম, রাকিব হাসান, হোসেন মিয়া, তাহমিদ ভূইয়াদের মতো কত শিশুও তো ফ্যাসিবাদী শক্তির গুলিতে প্রাণ দিল তিন মাস আগে। তাতেও কি প্রশ্ন জাগে, আমরা কবে আমাদের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ রাষ্ট্র গড়তে পারব।

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত আমাদের নীতি-নৈতিকতার কথা শোনান। সরকারের ব্যক্তিবর্গ শোনান আইন ও বিচারের কথা। তবু কেন রাজনের পর রাকিব, রাকিবের পর আয়াত, আয়াতের পর মুনতাহাদের লাশ আমাদের দেখতে হয়? আর কত শিশুকে এভাবে 'প্রতীক' হয়ে ওঠতে হবে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার জানান দিতে?

রাফসান গালিব: প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী।

আওয়ামী লীগের আচমকা জেগে ওঠা ও একচক্ষু রাজনীতি

মাহবুব আজীজ

আশির দশকের শেষভাগে, ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ২৪ বছরের যুবক নূর হোসেন তাঁর উদোম বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে এরশাদবিরোধী মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি রাজধানীর জিরো পয়েন্টে পৌঁছুলে পুলিশ সরাসরি গুলি চালায়। গুলি নূর হোসেনের বুক-পিঠ ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়, শহীদ হন নূর হোসেন; সেই ঘটনা স্বৈরাচারী সরকার পতন আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দেয়। তিন বছর পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের নেতৃত্বে গণআন্দোলনে এইচএম এরশাদের পতন ঘটে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। এরপর থেকে দেশের রাজনীতিতে বিভাজন স্পষ্ট হতে থাকে। পরবর্তী তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং যথাক্রমে আওয়ামী লীগ (১৯৯৬, ২০০৮) ও বিএনপি (২০০১) বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

রাজনীতিতে বিভাজনের পরিণতিতে পতিত স্বৈরাচার এরশাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন; তাঁর জাতীয় পার্টিকে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল–আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নিজেদের সঙ্গে রাখবার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিশেষত ২০০৬ সালে নির্ধারিত নির্বাচনের আগে এরশাদ একবার বিএনপির পক্ষে, আরেকবার আওয়ামী লীগের পক্ষে নিজের অবস্থান জারি রাখার ঘোষণা দেওয়ায় ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়।

রাজনীতিতে ধূম্রজাল সৃষ্টি, অনৈতিকতা, অস্পষ্টতা ও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করার ক্ষেত্রে এরশাদ ও তাঁর জাতীয় পার্টির বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। ২০১৪ থেকে এক দশক শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে আওয়ামী লীগের ছলছুতোর ভোটারবিহীন নির্বাচন আয়োজনের প্রধান সহযোগী এই দল। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে বাইরে রেখে জাতীয় সংসদে পোষ্যবিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয় জাতীয় পার্টি।

এরশাদের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ভাই জি এম কাদেরের মধ্যে যতই সংঘাত থাকুক, শেখ হাসিনার স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখতে তারা দু'জনেই বিদূষকের ভূমিকা পালন করেন। তুলনারহিত ঘটনার জন্ম দিয়ে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির নেতারা সরকারের মন্ত্রী পদে আসীন হন। সব মিলিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচন ও বিরোধী দলশূন্য সংসদে 'অনবদ্য' গণতন্ত্রের নমুনা তৈরি করে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ও 'আশি দশকের স্বৈরাচার' জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি।

গত দেড় দশক আওয়ামী লীগ আদৌ গুরুত্বের সঙ্গে ১০ নভেম্বর পালন বা শহীদ নূর হোসেনের নাম স্মরণ করেনি। জাতীয় পার্টির সঙ্গে গাঁটছড়ার কারণে শহীদ নূর হোসেনের নাম-নিশানা কার্যত ভুলে গিয়েছিল। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে গণতন্ত্রের যে আকাঙ্ক্ষায় নূর হোসেন নিজের বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জনগণের সেই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকেই লুণ্ঠন করে এরশাদের সঙ্গে আঁতাত করে যেনতেনভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখে। অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখবার পরিণতি চব্বিশের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থান রুখতে শেখ হাসিনার পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনী ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছোড়ে। মানুষ হত্যা করে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী কার্যত নিঃশব্দ, অধিকাংশ আত্মগোপনে, অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে।

আওয়ামী লীগের এই বিপর্যস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে যৌক্তিক আচরণটি হতে পারত দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা। তা হয়নি, বরং পুরো গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও হত্যার দায় আন্দোলনকারীদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। শেখ হাসিনার কয়েক দফা ফাঁস হওয়া ফোনালাপে সেটা স্পষ্ট। যদিও এসব ফোন আলাপ নিয়ে কোনা আপত্তি বা এসব আলাপ যে শেখ হাসিনার নয়–এরকম কোনো বিবৃতি আওয়ামী লীগ দেয়নি। শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়সহ কয়েকজন নেতার কথাবার্তাও প্রকাশ্যে এসেছে। সর্বশেষ ১০ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবসের আগের দিন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নেতাকর্মীর প্রতি দিবসটি পালনের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন। দেশের 'লুণ্ঠিত গণতন্ত্র' উদ্ধারে পরদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সবাইকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি। ওই বিবৃতিতে রীতিমতো জেগে ওঠে 'পালিয়ে থাকা' আওয়ামী লীগ।

এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে! শহীদ নূর হোসেন দিবস, লুণ্ঠিত গণতন্ত্র! গণতন্ত্রের গর্বিত ধারক ও বাহক হিসেবে আচমকা জেগে ওঠা আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা–আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন? নূর হোসেনের বুকে গুলি ছোড়া এরশাদের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতার সিংহাসনের ওম পাওয়ার সময় কোথায় ছিল এই চেতনা? নাকি সবই কেবল ক্ষমতার প্রয়োজনে! যে-ই সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন, অমনি মনে পড়েছে স্বৈরচারবিরোধী উত্তাল রাজপথের শহীদ নূর হোসেনকে। হায়!

২.

আওয়ামী লীগ রাজপথে জনসাধারণের যে রক্ত ঝরিয়েছে, তার দাগ এখনও টাটকা। এ অবস্থায় দলীয় প্রধানের অজ্ঞাত স্থানে থেকে নেতাকর্মীকে সমবেত হয়ে প্রতিরোধ গড়বার আহ্বান প্রকৃত অর্থে অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতো এ দেশের 'একচক্ষু রাজনীতি' অন্ধ মহিষের মতো দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বিএনপি, জামায়াত, শিবিরসহ উৎসুক জনতা ১০ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে যেভাবে রাজধানীর নানা প্রান্তে পাহারার তোড়জোড় শুরু করে তাতে মনে হয়, আওয়ামী লীগের লাখ লাখ কর্মী সারাদেশ থেকে ঢাকায় আসতে শুরু করেছে!

৩.

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও 'মব' তৈরির অপচেষ্টা চোখে পড়ছে। শিল্পকলা একাডেমিতে দেশ নাটকের 'নিত্য পুরাণ' প্রদর্শনী বন্ধের প্রতিবাদে গত সপ্তাহে নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদী সমাবেশে হামলার চেষ্টা করে উচ্ছৃঙ্খল জনতা। বলা হয়, গত পনেরো বছর নাট্যকর্মীরা ফ্যাসিবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কাজেই নাটক করবার আগে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে! যে কোনো একজন ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন–নাট্যকর্মীরা সব ফ্যাসিবাদী। ব্যস, হয়ে গেল! সেই লোক নিজেই ওঝা। নিজেই সাপ। নিজেই কামড়ে দেবে। আবার নিজেই চিকিৎসা করবে। বাহ!

যা ইচ্ছা তা-ই বলবার নাম গণতন্ত্র নয়। 'ফ্যাসিবাদের দোসর' বলে সমাজের নানা স্থানে যে বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা চলছে; এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী? দেশে আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী সংখ্যা কত? বড় দুটি দল–আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অন্তত পক্ষে ৫০ লাখ করে সক্রিয় কর্মী আছে বলে আমাদের ধারণা। গণতান্ত্রিক উদার সমাজ তৈরিতে যুক্তিহীন 'একচক্ষু রাজনীতি' সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল; সাহিত্যিক

স্বাগত জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

আমাদের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রতিবেদনে (বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট) যে বিষয়গুলির জন্য কাউন্সিলের প্রশংসা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ কর্মকর্তাচ্চকর্মচারীদের নিষ্ঠা; আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন; বেশিরভাগ সার্ভিসে সন্তোষজনক এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন এবং যেখানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে সেখানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, ট্রান্সফর্মেশন এডভাইজরি বোর্ডের মাধ্যমে বাইরের চ্যালেঞ্জ ও সহায়তা ব্যবস্থা স্থাপন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা।

"আমরা একাধিক উদ্ভাবনী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি, যার মধ্যে রয়েছেঃ দেশব্যাপী একমাত্র কাউন্সিল হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল খাবার প্রদান করা; মহিলাদের ও মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান প্রদান; এবং আমরা লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নতুন আবাসন সরবরাহ করার পথে রয়েছি। আমাদের এই কমিউনিটি-কেন্দ্রিক কাজের ইতিবাচক ফলাফল আমাদের বার্ষিক সমীক্ষায় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

"আমরা আমাদের ৫,০০০ শক্তিশালী কর্মীবাহিনী, এবং আমাদের স্থায়ী কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট টিমের জন্য গর্বিত, যারা সকলেই প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত । আমরা সিনিয়র অফিসার লেভেলে (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে) আমাদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পেরে আনন্দিত, জাতিগত সংখ্যালঘু পটভূমির আটজন এখন ডিরেক্টর পর্যায়ে বা তার উপরে কাজ করছেন। আমরা অন্যান্য কাউন্সিল থেকে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে এসেছি। কেবল দুই জন স্থায়ী সিনিয়র কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, যারা আগে টাওয়ার হ্যামলেটসে কাজ করেছিলেন, যা এই সেক্টরের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"এই প্রতিবেদনে সংস্কৃতি (পলিটিক্যাল কালচার) সম্পর্কিত মন্তব্যে কাউন্সিলের মধ্যে সকল দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধান করার দায়িত্ব সব দলের কাউন্সিলরদের।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "কাউন্সিল হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, বাহ্যিক পর্যালোচনা আমাদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমরা আগের সরকারের দেওয়া বেস্ট ভ্যালু পরিদর্শনের যৌক্তিকতার সাথে একমত হতে পারিনি। বেস্ট ভ্যালু ইন্সপেকশনের পরে যখন আমাদের জানানো হয় যে এটি বারায় উগ্রপন্থা অনুসন্ধানের একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ছিলো হতাশাজনক। এটি প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত উদ্দেশ্য গুলির মধ্যে ছিল না। ২০২৪ সালের মে মাসে হোম অফিস প্রিভেন্ট ডিউটি অ্যাসুরেন্স রিপোর্টের প্রতিটি বিভাগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অর্জন করেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পরিদর্শকরা তাদের রিপোর্টে কোনও উগ্রপন্থার সংযোগের উল্লেখ করেননি।

"তবে, আমরা স্বীকার করি যে, এটা ছিল গত সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা স্থানীয় সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করি। আমরা আগ্রহের সাথে নতুন সরকার এবং তার দূতের সাথে সমান অংশীদারিত্বে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। পাশাপাশি আমরা আমাদের বাসিন্দা ও ব্যবসার উন্নয়নে অবিরাম কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্থান এবং লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ বয়সী জনগোষ্ঠীর বাস এখানে। দেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক উৎপাদন অঞ্চল টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর একটি এবং দেশের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের বিদেশী রপ্তানি কমতে পারে ২.৬ শতাংশ

গবেষক নিকোলো ট্যামবেরি একটি ব্লগ পোস্টে উল্লেখ করেছেন, নির্বাচনের আগে ট্রাম্প যেসব আক্রমণাত্মক অঙ্গীকার করেছেন, তা যেমন আলোচনার কৌশল হতে পারে, তেমনি সেগুলো বাস্তবায়নেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ট্রাম্পের প্রতিশ্রুত শুল্ক আরোপিত হলে যুক্তরাজ্যের যেসব প্রধান খাত বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে মনে করা হচ্ছে তার মধ্যে আছে মৎস্য, পেট্রোলিয়াম ও খননশিল্প। এসব খাতের রপ্তানি প্রায় ২০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এ ছাড়া ওষুধ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খাতেও বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি করে না, তারাও এই শুল্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন পরিবহন সেবা কোম্পানিগুলো, যাদের কার্যক্রম মূলত বাণিজ্যের গতির ওপর নির্ভরশীল, এই শুল্কের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিমা ও আর্থিক সেবা খাতও মূলত পণ্য বাণিজ্যের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে কিছু খাত এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পেতে পারে, বিশেষ করে যদি যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি কমে যায়।

ট্রাম্পের চীনবিরোধী নীতির কারণে চীনের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি কমে যেতে পারে, সে কারণে এই খাতের প্রতিযোগিতা কমে গিয়ে যুক্তরাজ্যের সুবিধা হতে পারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অধীন সীমান্ত শুল্ক ঠিক কতটা বাড়ানো হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। কিছু কূটনীতিবিদ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের জন্য কম শুল্ক আরোপের বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তুলে ধরেছেন।

ট্রাম্পের শীর্ষ বাণিজ্য উপদেষ্টা ও সাবেক বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট লাইথিজার এই শুল্ক কৌশলের দৃঢ় সমর্থক। তবে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি সম্প্রতি বিবিসির নিউকাস্ট পডকাস্টে বলেছেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং আমি বিশ্বাস করি, তারা এটি বুঝতে পারবে। সেটা হলো, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের ক্ষতি করা মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে যায় না, বিশেষ করে চীনসম্পর্কিত কিছু সমস্যা সমাধানে নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে।'

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের পূর্ববর্তী প্রশাসনের অধীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ড্যারোক সতর্ক করেছেন, যুক্তরাজ্যের উচিত হবে, শুল্ক আরোপের ঝুঁকি হালকাভাবে না নেওয়া। তিনি বিবিসি নিউজকে বলেছেন, 'আমি হতাশাবাদী। ট্রাম্প তাঁর প্রথম জমানায় ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম খাতে শুল্ক আরোপ করেছিলেন। এবার তিনি অনেক বড় পরিসরে শুল্ক আরোপ করতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন, এটা চালাকি নয়। আমি মনে করি, তিনি এটি করবেন।'

যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী র‍্যাচেল রিভস ও ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি উভয়ই বলেছেন, মুক্তবাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিতর্ক চলবে। যুক্তরাজ্যকে হয়তো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যখন বাড়তি শুল্ক থেকে বাঁচতে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে পার্শ্ব চুক্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

অথবা এমন হতে পারে যে যুক্তরাজ্য অন্য পশ্চিমা ও ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে মিলে ট্রাম্প ও মার্কিন কংগ্রেসকে পরিষ্কার বার্তা পাঠাবে, ট্রাম্পের এমন নীতির ফলে মার্কিন রপ্তানিকারকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সিআইটিপির পরিসংখ্যান থেকে শুধু ধারণা করা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সবার ওপর শুল্ক আরোপ করবে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ বা এশিয়া কী করবে, সেই সম্ভাবনা তারা বিবেচনা করছে না।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সম্প্রতি সতর্ক করেছে, বাণিজ্যযুদ্ধ বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়লে মূল্যস্ফীতির সূচক আবার অনেকটা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। পরিণামে বিশ্ব অর্থনীতির সংকোচন হবে ৭ শতাংশ। আকারের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই সংকোচনের পরিমাণ ফ্রান্স ও জার্মানির সম্মিলিত জিডিপির সমান। সূত্র : বিবিসি/

বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ

কষ্ট করে টাকা রোজগার করে আনছেন। আর এই কষ্টার্জিত টাকা আরেকজনে বিদেশে পাচার করছে। এটা হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। সেখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে, আমাদের দেশের টাকা যেন দেশে থাকে, দেশের কাজে লাগে।

ড. ইউনূস বলেন, আমাদের প্রবাসী কর্মীরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে তারা বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমরা তাদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, এই লাউঞ্জ তাদের ভ্রমণকে সহজ করবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা সরকারে আসার তিন মাসের মাথায় এসে প্রবাসীদের জন্য নতুন যাত্রা শুরু করতে পারলাম। প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা দুজনেই বিদেশে আসা-যাওয়ার পথে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। তিনি বলেন, বিমানবন্দর আমাদের সবাইকে ব্যবহার করতে হয়। আমাকেও প্রায় আসা-যাওয়া করতে হয়। মনে খুব কষ্ট হয় যখন দেখি প্রবাসীদের যাওয়া-আসায় কতো কষ্ট হচ্ছে। প্রবাসীদের জন্য সরকারের সেবা সহজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রবাসীদের জন্য এখন ই-পাসপোর্ট দিতে হবে। ছাপা পাসপোর্ট দরকার নেই। পাসপোর্ট আপনার ফোনে চলে আসবে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অফিসে যেন যেতে না হয়। তিনি বলেন, আমরা এখন আর সরকারি অফিসে যেতে চাই না। বাড়িতে যেন সেবা পৌঁছে দেয়া যায়।

উল্লেখ্য, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এটিই প্রথম প্রবাসী লাউঞ্জ। যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশ্রামের জন্য জায়গা এবং সুলভ মূল্যে খাবার পাওয়া যাবে। সুলভ মূল্যে খাবার পরিবেশনের জন্য এতে ভর্তুকি দেবে সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইন ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ড. আসিফ নজরুল জানান, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের দেখভাল এবং তাদের সহায়তা করার জন্য ১০০ কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আইওএম এই কর্মীদের স্পন্সর করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত আইওএম মিশনের ডেপুটি চিফ ফাতিমা নুসরাত গাজালি জানান, জাতিসংঘ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী

১০ হাজার ভাস্কর্য নির্মাণ ব্যয় ৪ হাজার কোটি টাকা

সিলেট, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে সারাদেশে ১০ হাজারের বেশি ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। এতে খরচ হয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। বিপুল এই ব্যয় এখন অপ্রয়োজনীয় ও অপচয় হিসেবেই মূল্যায়িত হচ্ছে। মুজিববর্ষের নামে কোন মন্ত্রণালয় কত টাকা খরচ করেছে, তা তালিকা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশিষ্টজনদের মতে, জনগণের ট্যাক্সের টাকা জনবান্ধব কাজে ব্যয় করা উচিত। তারা বলছেন, মুজিববর্ষ পালন এবং ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণে অপচয়ে জড়িত ও দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ২০২০-২১ সালকে (১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) মুজিববর্ষ হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়।

করোনাভাইরাসের কারণে কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করতে না পারায় মুজিববর্ষের মেয়াদ প্রায় ৯ মাস বাড়িয়ে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়।

মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে আগেই থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার সারাদেশে ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু করে।

২০২১ সালে পুলিশের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সারাদেশে ১ হাজার ২২০টি ম্যুরাল ও ভাস্কর্য বানানো হয়। তবে সরকারি ৭০০ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জেলা-উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ মিলিয়ে ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণ হয়েছে প্রায় ১০ হাজার। এতে খরচ হয় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল নির্মাণে খরচ হয় ১ কোটি ৭ লাখ টাকার বেশি। রাঙামাটি শহরের উপজেলা পরিষদের সামনের ম্যুরালটি নির্মাণে ব্যয় ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সব জেলা পরিষদে এমন ম্যুরাল নির্মাণে খরচ হয় ৮ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত।

সরকারি কর্মকর্তারা জানান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০টি সংস্থা রয়েছে, যার প্রতিটি কার্যালয়েই ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। এমনকি কোনো কোনো আঞ্চলিক কার্যালয়েও ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছিল। সড়কের শুরুতে, শেষে, চৌরাস্তায়, নদীর তীরে, পুকুরপারে, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায়-এমন কোনো স্থান নেই যেখানে এগুলো বসানো হয়নি।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ম্যুরালের নকশা ও ডিজাইন তৈরিতে খরচ হয় ৫০ লাখ টাকা। এ ছাড়া স্থাপনা এবং অন্যান্য বিষয় মিলিয়ে এর মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) অর্থায়নে তৈরি করা ম্যুরালটির উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ আট ফুট। নির্মাণে সময় লাগে তিন মাস। ব্যয় হয় প্রায় ২০ লাখ টাকা। বাংলাদেশ বেতার পাঁচ কোটি ৭৮ লাখ ৩৪ হাজার টাকায় মুর‍্যাল নির্মাণ করে।

এই ভাস্কর্য ও ম্যুরাল বা প্রতিকৃতি নির্মাণে পৃথক কোনো প্রকল্প নেওয়া হয়নি। সরকারি অর্থে স্থানীয় প্রশাসন এই ভাস্কর্য ও ম্যুরাল বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছে।

এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ বলেন, যেকোনো খরচের ক্ষেত্রে খরচের সদ্ব্যবহার খুব জরুরি। আমরা যে ট্যাক্স পেয়ারস টাকাটা ব্যবহার করছি, সেটা জনগণের কল্যাণের জন্য যাতে সরাসরি হোক বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার একটা সম্পৃক্ততা থাকে। সরকারি যেকোনো ব্যয় করি না কেন, সেটা অবশ্যই আমাদের জনস্বার্থে হওয়া উচিত।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বহুমাত্রিক রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। এসব ব্যয়ে কোনো প্রকার প্রকল্প নেওয়া হয়নি। সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতা বা আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে শুরু করে কোনো ধরনের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা বা কোনো কিছুই কিন্তু নিশ্চিত করা হয়নি।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা আশা করব, এই চক্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

এদিকে, মুজিববর্ষে রাষ্ট্রের কী পরিমাণ টাকা অপচয় করা হয়েছে তার খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, আপনারা জানেন মুজিববর্ষকে ঘিরে কীভাবে একটা উন্মাদনা হয়েছে। মুজিববর্ষে কী ধরনের কাজ হয়েছে, কত টাকা অপচয় হয়েছে সেটা নিয়ে ডকুমেন্ট করার কথা উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়েছে। মুজিববর্ষের নামে কোন কোন মন্ত্রণালয় কত কোটি টাকা খরচ করেছে তা নিয়ে ডকুমেন্টেশন হবে, সেগুলোর একটা লিস্ট করা হবে।

যুক্তরাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব

সেখানে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর গত ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চলতি ২০২৪ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক তিন শতাংশ। এর আগে জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বেকারত্বের হার ছিল ৪ শতাংশ।

অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর নাগাদ বেকারত্ব শতকরা দশমিক ১ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে পরিসংখ্যান দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, এই তিন মাসে বেকারত্ব বেড়েছে দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্লেষকরা যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, বাস্তবে তার চেয়েও দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে বেকারত্বের হার।

এদিকে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে দেশটির গড় মজুরিও। পরিসংখ্যান দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড় মজুরি কমেছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। গত দুই বছরের মধ্যে এই মজুরি হ্রাসের হার সর্বোচ্চ।

একজন নারী কতটা পাষাণ

পুকুরে ফেলার চেষ্টাকালে তাকে হাতেনাতে আটক করেন স্থানীয়রা। তাৎক্ষণিক থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলিফজান বিবি ও তার মা কুতুবজান বিবিকে আটক করে থানায় নিয়ে যান।

এ দিকে আটক আলিফজান বিবি ও তার মেয়ে শামীমা আক্তার মার্জিয়ার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত স্থানীয় বীরদল ভাড়ারিফৌদ গ্রামের মৃত ছইদুর রহমানের ছেলে ইসলাম উদ্দিন (৪০) ও মামুন রশিদের স্ত্রী নাজমা বেগমকে (৩০) রোববার গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত চারজনকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কানাইঘাট থানার ওসি আব্দুল আউয়াল জানিয়েছেন, শিশু মুনতাহাকে পৈশাচিক কায়দায় হত্যার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আলিফজান, মার্জিয়া, ইসলাম উদ্দিন ও নাজমা বেগমের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিখোঁজের সাত দিন পর বাড়ির পাশের খালে মিলেছে শিশু মুনতাহা আক্তার জেরিনের (৬) লাশ। ফুটফুটে শিশু মুনতাহার সন্ধানের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছিল পরিবারসহ দেশের মানুষ। কিন্তু' শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশ থেকেই তার অর্ধগলিত লাশ হয়েছে। এমন নৃশংস ঘটনায় বাকরুদ্ধ এলাকার মানুষ। মা-বাবাসহ আত্মীয়-স্বজনের কান্নায় ভারী হচ্ছে কানাইঘাটের বাতাস। কতটা পাষাণ হলে একটা নিষপাপ শিশুর সাথে এমন ঘৃণ্য আচরণ করতে পারে এমনটা ভেবে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শঙ্কিত বিবেকবান মানুষ।

জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর দুপুরবেলা শিশু মুনতাহা জেরিন তার বাড়ি থেকে পাশের আব্দুল ওয়াহিদের বাড়ির শিশুদের সাথে খেলতে যায়। ওই দিন বিকেল পর্যন্ত শিশু মুনতাহা বাড়িতে ফিরে না আসায় তার সন্ধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় পরিবার। খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরদিন ৪ নভেম্বর মুনতাহার পিতা শামীম আহমদ কানাইঘাট থানায় মেয়ে নিখোঁজের একটি জিডি করেন।

এ দিকে মুনতাহা নিখোঁজের পর থেকে র‍্যাব-পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, তার আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার সবাই সম্ভাব্য সব জায়গায় তার খোঁজ করতে থাকেন। ফুটফুটে সুন্দর শিশু মুনতাহা নিখোঁজের সংবাদ গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশের মানুষ নিখোঁজ মুনতাহাকে ফিরে পেতে ফেসবুকে আবেগঘন পোস্ট দেন এবং অনেকে স্বেচ্ছায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ সন্ধানদাতাকে নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার উপহার দেয়ার ঘোষণা দেন। সবার প্রত্যাশা ছিল নিখোঁজ মুনতাহার সন্ধান পাওয়া যাবে, সে জীবিত অবস্থায় তার বাবা-মা'র কোলে ফিরে আসবে। সেই সূত্র ধরে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা তাকে ফিরে পেতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ডাটাবেজ ধরে প্রযুক্তির আশ্রয় নেন। শেষ সময়ে এক মার্জিয়াকে আটকের পর মুনতাহা নিখোঁজের রহস্য উন্মোচিত হলো। শেষ পর্যন্ত নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর নিজ বসতবাড়ির আলিফজান বিবি'র বসতঘরের পাশে নর্দমায় পুঁতে রাখা মুনতাহার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ দিকে উদ্ধারের পর শিশু মুনতাহার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে পুলিশ। বিকেলে ময়নাতদন্ত শেষে মুনতাহার বাড়িতে নেয়ার পর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। গতকাল বাদ আসর বীরদল পুরানফৌদ জামে মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে গ্রামের পঞ্চায়েত কবরস্থানে মুনতাহার লাশ দাফন করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের

মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলোর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন।'

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান সাংবাদিকদের জানান, বৈঠকে জো বাইডেন বলেছেন, ইউক্রেনকে সহায়তা করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। কারণ একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো থেকে রক্ষা করবে। এ সময় ট্রাম্প দ্রুত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে কীভাবে তা করবেন, তা ব্যাখ্যা করেননি।

ডোনালড ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি ও বাইডেন বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্য নিয়েও অনেক কথা বলেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা কোন অবস্থানে আছি, সে বিষয়ে আমি তাঁর (বাইডেনের) মতামত জানতে চেয়েছি। তিনি আমাকে তা বলেছেন, তিনি খুব আন্তরিক ছিলেন।'

২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্পকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন ডেমোক্রেটিক দলের জো বাইডেন। চলতি বছরও ট্রাম্পের বিপক্ষে নির্বাচনী দৌড়ে শামিল হন বাইডেন। কিন্তু মুখোমুখি বিতর্কে খারাপ করার পর সমালোচনার মুখে তিনি প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হওয়ার পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু নির্বাচনে তিনি ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

বৈঠকে বাইডেন বলেন, 'আমরা আগে যেমনটা বলেছি, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রত্যাশা করছি।' ট্রাম্পের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনার সুবিধার জন্য যা যা দরকার, তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। স্বাগতম, ফিরে আসায় আপনাকে স্বাগতম।'

ডোনালড ট্রাম্প জো বাইডেনকে বলেন, 'রাজনীতি কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে এটা খুব সুন্দর জগত নয়। তবে আজকেরটা সুন্দর।' ক্ষমতা হস্তান্তর অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ হবে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ট্রাম্প। আর এ জন্য তিনি বাইডেনের প্রশংসা করেন।

আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন ডোনালড ট্রাম্প। এর আগে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করে প্রথম মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ট্রাম্প।

জেনেভা মিশনের শ্রম

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে গত বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দূতাবাসের প্রটোকলে তিনি গাড়িতে করে জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করেন। এ সময় আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান। কিন্তু এ সময় তাঁরা দুজনই চুপ ছিলেন।

সেদিন বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশের পর এ ঘটনার সময় তাঁর নির্লিপ্ততার কারণ জানতে চেয়েছিলেন আসিফ নজরুল। জবাবে কামরুল বলেন, 'আপনি কথা বলছিলেন, তাই আমি চুপ ছিলাম।'

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, জেনেভা বিমানবন্দরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনাকে সরকার পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করছে। এ ব্যাপারে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে ঢাকায় একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে জেনেভায় অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার পর বুধবার মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনে জরুরি একটি পরিপত্র পাঠানো হয়েছে। সেই পরিপত্রে মিশনগুলোকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সরকারি সফরের সময় দুটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। প্রথমত, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিদেশ সফরের সময় তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ প্রটোকল দেওয়া বাংলাদেশের মিশনগুলোর বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যের কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, বিদেশি মিশনগুলোকে এ ধরনের সফর শুরুর আগেই সফরকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সফরের সময় যেকোনো অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে আরও সচেষ্ট থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ড রিলিজের পাশাপাশি মিজানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিসিএস ২৯ ব্যাচের কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ২০২১ সালে জেনেভার বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইংয়ে যোগ দেন। উপসচিব পদমর্যাদার এই কর্মকর্তা এর আগে প্রবাসীকল্যাণ সচিবের একান্ত সচিব ছিলেন।

কোথায় আছেন ওবায়দুল

ত্যাগ করেছেন। ক্ষমতাচ্যুতির তিন মাস পর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সিলেটের সীমান্ত দিয়ে ভারতের মেঘালয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বর্তমানে ওবায়দুল কাদের মেঘালয়ে সেখানেই আছেন বলে জানা গেছে।

কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হওয়া আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও তিন মাসের বেশি সময় দেশের নানা জায়গায় পালিয়ে থাকতে হয়েছে ওবায়দুল কাদেরকে। এদিকে, এ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাদেরকে আটকের অভিযান চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ক্ষমতাচ্যুতির পর দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় হত্যা মামলাসহ প্রায় দুই শতাধিক মামলায় আসামি করা হয়েছে তাকে। ওবায়দুল কাদেরকে আটকের চেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু কাদেরকে আটকের অভিযান ব্যর্থ হয়। চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে ওবায়দুল কাদেরের স্ত্রীর ভাইকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে আটক হয়েছেন তার ব্যক্তিগত সহকারী।

গত ৫ আগস্ট আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় আওয়ামী লীগ। এরপর আত্মগোপনে চলে যায় দলটির সকল কেন্দ্রীয় নেতা, সংসদ সদস্য (এমপি) ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আত্মগোপনে থাকা বেশিরভাগই ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন। খুবই অল্প সংখ্যক নেতা দেশে রয়েছেন। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা দেশ ছেড়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছাড়ার পাশাপাশি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকে দলের অসংখ্য নেতা বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত চলে যান। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতারা ভারত হয়ে ইউরোপ-আমেরিকায়ও পাড়ি জমিয়েছেন। আবার এমপি, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পুলিশের হাতে আটক হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এত সতর্ক অবস্থানে থাকলেও কিভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলছে আওয়ামী লীগ নেতাদের তা নিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতাদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে মুখরোচক নানা গল্পও শোনা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে। মূলত বড় অংকের টাকার লেনদেন করেই বিশেষ একটি মহল আওয়ামী লীগ নেতাদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিছু নেতার পালিয়ে যাওয়ার এসব খবরে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী-সমর্থকরাও।

খালেদা জিয়ার বিদেশ

লন্ডনে যাবেন' এমন খবরও ফলাও করে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় সবধরনের সহযোগিতার কথা। সফরের প্রস্তুতিও শুরু হয় পুরোদমে। কিন্তু হঠাৎ করে থমকে যায় তার বিদেশযাত্রার প্রস্তুতি। বিএনপিপ্রধানের বিদেশযাত্রা বিলম্ব হওয়ার খবর চাউর হতেই শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

কারা কারা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাজ্য যাবেন সেই তালিকা অনুযায়ী সবার ভিসা প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও হঠাৎ কেন খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রা এখনই হচ্ছে না, তা নিয়ে রাজনীতির ভেতরে-বাইরে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও বিএনপির যুক্তরাজ্য শাখার নেতারা দাবি করেছেন, শারীরিক কারণে বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ নেওয়া পিছিয়ে যাচ্ছে।

স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও ভিসা পাওয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থার কারণেই চিকিৎসকদের পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়াকে লন্ডনে দেখার অপেক্ষায় আছেন তার ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ পুরো পরিবার।

তবে রাজনৈতিক সূত্র বলছে ভিন্ন কথা। দেশে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইস্যু নিয়ে আলোচনার মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আইনি কাঠামোর মধ্যে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও এখনো দেশে ফিরেননি। এরমধ্যে বিএনপিপ্রধান দেশের বাইরে গেলে দেশে কোনো ধরনের রাজনৈতিক 'গেম' হতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। খালেদা জিয়ার বিদেশ সফর পেছানোর জন্য এই কারণও সামনে টানছেন কেউ কেউ। খালেদা জিয়া যুক্তরাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারেন বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের ভিসা পেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাসংক্রান্ত কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে, এমন গুঞ্জনও আছে। অবশ্য বিএনপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

তবে বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, '৮ তারিখ যে ম্যাডাম খালেদা জিয়া বিদেশ যাচ্ছেন আমরা তো এমনটা কখনো বলিনি।' তাহলে কীভাবে ছড়ালো- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা হয়তো আপনারা (সাংবাদিকরা) ছড়িয়েছেন।'

অন্যদিকে বিএনপির যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এম এ মালেক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও ভিসা পাওয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থার কারণেই চিকিৎসকদের পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়াকে লন্ডনে দেখার অপেক্ষায় আছেন তার ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ পুরো পরিবার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রা দেরি হবে। আগামী সপ্তাহেও হতে পারে কিংবা আরও পরে। তবে তিনি আগের চেয়ে সুস্থ আছেন। বাসায় ওনার চিকিৎসা চলবে।'

বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ম্যাডাম আগামীকাল যাচ্ছেন না এটাই তো জানি। কিন্তু কবে যাবেন সে সম্পর্কে আপাতত কোনো তথ্য নেই।'

যেদিন কোনো ভুল দেখবেন

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী, আমাদের মধ্যে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকতে পারে; কিন্তু মূল লক্ষ্য এক। এজন্য বৃহত্তর স্বার্থে সব মতের ইসলামী দল ও মারকাজ এক হওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, এবার ঐক্য প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে সবার দিল বড় করে আসুন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে টানাটানি না করাই ভালো। আমাদের মনের ঐক্য যেদিন হবে, সেদিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে বারাকা দেবেন। শুধু ঠোঁটের ঐক্য হলে আল্লাহ বারাকা দেবেন না।

আলেম-ওলামাদের প্রতি জামায়াতের আমির আরও বলেন, যেদিন জামায়াতে ইসলামীর কোনো ভুল দেখবেন, আপনারা সেই ভুল ধরিয়ে সোজা করে দেবেন। আপনারা যদি এভাবে মেহেরবান করেন, তাহলে আল্লাহর মেহেরবানিতে দ্বীনের পথে চলাটা আমাদের সহজ হবে।

বাংলাদেশি উলামা-মাশায়েখ ইউকের সভাপতি মাওলানা এ কে মওদুদ হাসানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা শাহ মিজানুল হক ও মাওলানা এফ কে এম শাহজাহানের পরিচালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন কাউন্সিল ফর মস্ক-এর চেয়ারম্যান মাওলানা হাফেজ শামসুল হক, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতি শাহ সদরুদ্দীন, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের আমির শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ড. শুয়াইব আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

জানা গেছে, ডা. শফিকুর রহমান সংক্ষিপ্ত সফরে লন্ডনে এসেছেন। সফরকালে তিনি বেশ কয়েকটি নাগরিক সমাবেশে যোগ দেওয়াসহ ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করবেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

কানাইঘাটে শিশু মুনতাহাকে নির্মম কায়দায় খুন

একজন নারী কতটা পাষাণ হতে পারে?

সিলেট, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : শিশু মুনতাহার একসময়ের গৃহশিক্ষিকা ছিল আলিফজান বিবির মেয়ে শামীমা আক্তার মার্জিয়া (২৫। কিন্তু মার্জিয়ার খারাপ আচরণের কারণে মুনতাহার বাবা শামীম তার মেয়েকে পড়াতে নিষেধ করেন। এতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে মার্জিয়া। মুনতাহার বাবা-মা'র ওপর প্রতিশোধ নিতে গত ৩ নভেম্বর (নিখোঁজ হওয়ার দিন) মুনতাহাকে কৌশলে মার্জিয়া ও তার মা আলিফজান বিবি তাদের বসতঘরে নিয়ে যায়। সেখানে নেয়ার পর মুনতাহার মুখের মধ্যে ওড়না ঢুকিয়ে ও গলায় রশি পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ

করে হত্যা করে প্রথমে লাশ বস্তাবন্দী করে ঘরের মধ্যে রাখে তারা। এরপর গভীর রাতে হত্যাকারীরা মুনতাহার লাশ পলিথিনে মুড়িয়ে বসতঘরের পাশে খালের নর্দমায় পুঁতে রাখে।

এ দিকে একাধিকবার মুনতাহার পরিবারের লোকজন মার্জিয়াসহ তার পরিবারের কাছে মুনতাহা নিখোঁজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা একেক সময় একেক ধরনের কথা বলতে থাকে। মার্জিয়ার পরিবারের লোকজনের চলাফেরা ও কথাবার্তায় সন্দেহ হলে গত শনিবার রাতে থানা পুলিশ মার্জিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। মার্জিয়াকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তার মা আলিফজান বিবি এই ফাকে নিহত মুনতাহার পুঁতে রাখা লাশ তুলে নিয়ে পাশের বাড়ির ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ট্রাম্প-বাইডেন বৈঠক

শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি

দেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন। ট্রাম্প গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতার পর তাঁদের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম বৈঠক। এতে উভয়েই আগামী

জানুয়ারিতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জ্যঁ-পিয়েরে বলেছেন, ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'এটি ছিল একটি অর্থবহ বৈঠক। যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব বর্তমানে যেসব বিষয়ের ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনা

জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলর 'স্ট্যান্ড রিলিজ'

লন্ডন, ১৩ নভেম্বর ২০২৪: সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিমানবন্দরে আইন, বিচার ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁকে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বুধবার রাতে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে মতবিনিময়কালে ডা. শফিকুর রহমান

যেদিন কোনো ভুল দেখবেন ধরিয়ে সোজা করে দেবেন

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান দেশের সব ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যেদিন জামায়াতে ইসলামীর কোনো ভুল দেখবেন, আপনারা সেই ভুল ধরিয়ে সোজা করে দেবেন।

সোমবার (১১ নভেম্বর) পূর্ব লন্ডনে বসবাসরত ওলামা-মাশায়েখদের আয়োজনে এক মতবিনিময় সভায় এ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা সবাই ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

কোথায় আছেন ওবায়দুল কাদের

সিলেট, ১৫ নভেম্বর ২০২৪ : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সিলেট সীমান্ত দিয়ে দেশ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

খালেদা জিয়ার বিদেশ সফর পেছানো নিয়ে নানা গুঞ্জন!

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: অনেক দিন ধরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি দল ও পরিবার। আওয়ামী লীগ সরকার কোনোভাবেই তাকে বিদেশে যেতে দিচ্ছিল না। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ায় খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার পথ সুগম হয়। এই সরকারের আপত্তি না থাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশে নেওয়ার সার্বিক প্রস্তুতি চলছিল।

'চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া ৮ নভেম্বর ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব

দেশ ডেস্ক, ১৫ নভেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বেকরত্ব। এমনকি দেশটির অর্থনীতি বিশ্লেষকদের ধারণা বা পূর্বাভাসের চাইতেও এখন বেকারত্বের হার বেশি ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk